পাক্ষিক

আহমদী

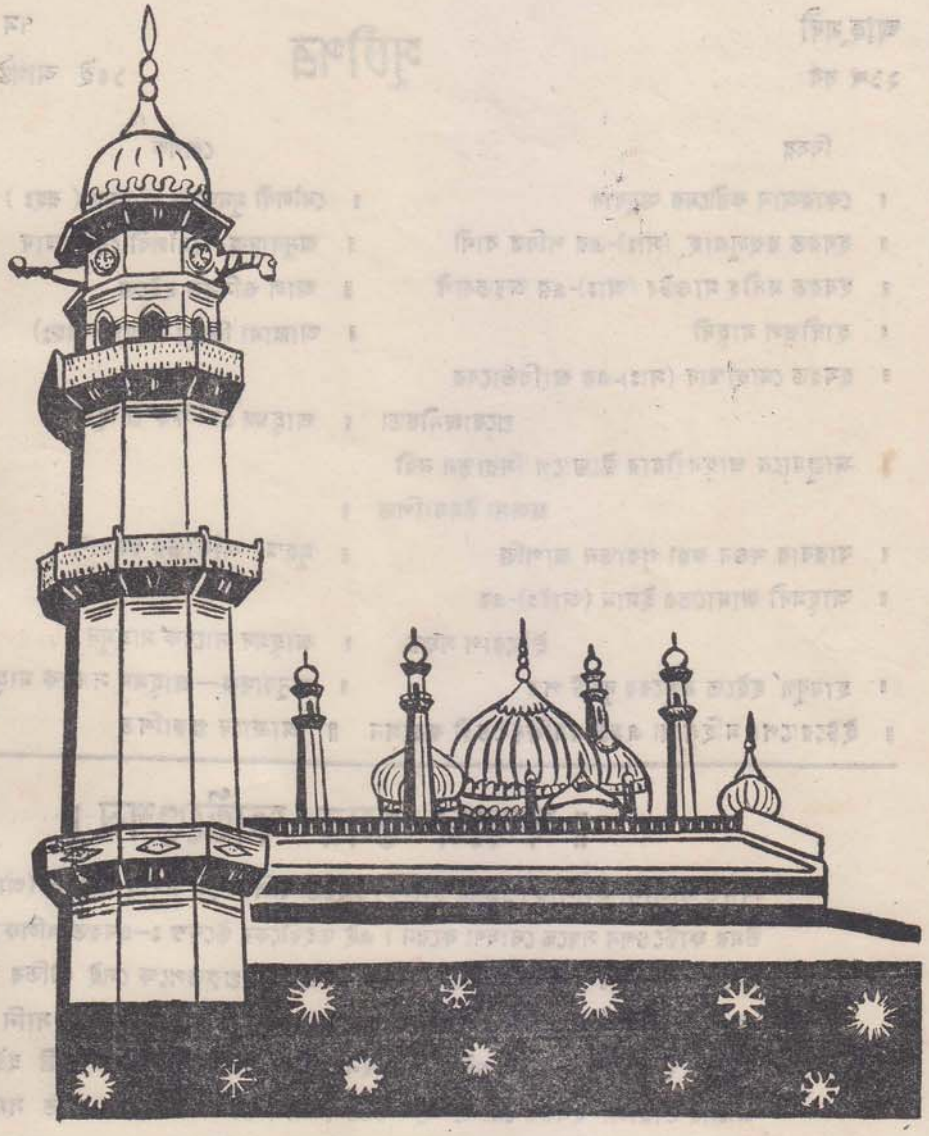

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা — ৭ম সংখ্যা — বার্ষিক চাঁদা

পাক-ভারত—৫ টাকা — ১৫ই আগষ্ট ১৯৬৭ — অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২১শ বর্ষ

সূচীপত্র

৭ম সংখ্যা
১৫ই আগষ্ট, ১৯৬৭ ইসাব্দ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কোরআন করীমের অনুবাদ	মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	১৬১
হযরত রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর পবিত্র বাণী	অনুবাদক—মৌলবী মোহাম্মাদ	১৬৩
হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী	আল ওসিয়ত হইতে	১৬৪
হাদীসুল মাহ্‌দী	আল্লামা জিল্লুর রহমান (রহঃ)	১৬৫
হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের প্রয়োজনীয়তা	আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী	১৭৭
আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার উদ্যোগে সিরাতুন নবী জলসা উদযাপিত		১৮২
বারবার খণ্ডন করা পুরাতন আপত্তি	মুহম্মদ আতাউর রহমান	১৮৪
আহ্‌মদী জামাতের ইমাম (আইঃ)-এর ইউরোপ সফর	আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১৮৮
হামবুর্গ হইতে হুজুরের দুইটি পত্র	অনুবাদক—আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১৯১
ইউরোপের মহিলারা একটি মসজিদ তৈরী করলেন	আজাদে প্রকাশিত	কঃ ভঃ

॥ ফজলে ওমর ফাউণ্ডেশন ॥

বিগত সালানা জলসায় [১৯৬৫ ইসাব্দ] হযরত খলিফাতুল মসীহ্‌ সালেস (আইঃ) ফজলে উমর ফাউণ্ডেশন সম্বন্ধে ঘোষণা করেন। এই তহরীকের উদ্দেশ্য :—হযরত খলিফাতুল মসিহ্‌ সালেস (আইঃ) বলেন, "ফজলে উমর ফাউণ্ডেশন প্রকৃতপক্ষে সেই প্রীতির অভিব্যক্তি, যে প্রীতি আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগের হৃদয়ে হযরত খলিফাতুল মসীহ্‌ সানি মোসলেহ্‌ মাওউদ (রাঃ)-এর জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই প্রীতি এজন্য সৃষ্টি হইয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত মোসলেহ্‌ মওউদ (রাঃ)-কে জামায়াতের প্রতি সমষ্টিগতভাবে এবং লক্ষ লক্ষ আহ্‌মদীগণের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে অগণিত উপকার ও এহ্‌সান করিবার তৌফিক প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব খোদাতায়ালার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এবং যে মহব্বত ঐ পবিত্র মহাপুরুষের জন্য আমাদিগের হৃদয়ে বিদ্যমান সেই মহব্বতের চিহ্নস্বরূপ আমরা ব্যাপকতরভাবে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এই ফাউণ্ডেশনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি।"

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) হামবুর্গ এয়ারপোর্টে বিমান হইতে অবতরন করিলে জার্মানের মুসলীম মিশনারী-ইন-চার্জ্জ জনাব চৌধুরী আব্দুল লতীফ সাহেব তাঁহাকে মাল্যভূষিত করেন। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে রহিয়াছেন তাঁহার সহকারী মোবাল্লেগ জনাব বশীর আহ্‌মদ শামস্‌ সাহেব।

হামবুর্গের মিশন হাউসের উদ্দেশ্যে হুজুর জামাতের সদস্যবর্গের সহিত হামবুর্গ এয়ারপোর্ট ত্যাগ করিতেছেন।

হামবুর্গে অবস্থিত জামাতের ফজলে ওমর মসজিদে হুজুরের সম্মানার্থে আয়োজিত এক অভ্যর্থনা সভায় হামবুর্গ শহরের করপোরেশনের প্রতিনিধি মিঃ ফ্রিঞ্জ (হুজুরের ডানে) এবং জার্মান কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি ডাক্তার Sieg-কে (হুজুরের বামে) হুজুরের সহিত আলাপ আলোচনা করিতে দেখা যাইতেছে।

হামবুর্গ শহরে অনুষ্ঠিত এক প্রেস কনফারেন্সে হুজুর এক জন সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাব দিতেছেন।

আটলান্টিক হোটেলে আয়োজিত এক প্রেস কনফারেন্সে হুজুরকে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দিতে দেখা যাইতেছে।

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় : ২১শ বর্ষ : ১৫ই আগষ্ট : ১৯৬৭ সন : ৭ম সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরা তৌবা

৭ম রুকু

৫২ ॥ তুমি বল, তোমরাত শুধু আমাদের সম্বন্ধে দুইটি কল্যাণের মধ্যে (বিজয় বা শাহাদত) একটির জন্য প্রতীক্ষা করিতে পার এবং আমরাও তোমাদের সম্বন্ধে প্রতীক্ষা করিতেছি যে আল্লাহ্ তাহার নিজ সমীপ হইতে অথবা আমাদের হস্ত দ্বারা তোমাদিগকে শাস্তি দিবেন। অতএব

তোমরা প্রতীক্ষা কর নিশ্চয় আমরাও তোমাদের সহিত প্রতীক্ষা করিতে থাকিব।

৫৩॥ তুমি বল, তোমরা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় দান কর উহা তোমাদের নিকট হইতে কখনও গৃহীত হইবে না। নিশ্চয় তোমরা দুষ্কর্মশীল জাতি।

৫৪॥ এবং তাহাদের দান সমূহ তাহাদের নিকট হইতে গৃহীত হইতে শুধু ইহাই তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছে যে, তাহারা আল্লার প্রতি এবং তাহার রসুলের প্রতি অবিশ্বাস পোষণ করে এবং তাহারা নামাযে আসিলে শুধু শিথিলতার সহিত আসে এবং দান করিলে শুধু অনিচ্ছার সহিত দান করে।

৫৫। অতঃএব তাহাদের ধন সমূহ এবং তাহাদের সন্তানবর্গ যেন তোমাকে আশ্চার্যান্বিত না করে। আল্লাহ্ ইহাই ইচ্ছা করেন যে, ঐ সমস্ত দ্বারা তাহাদিগকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিবেন এবং কাফির অবস্থায় যেন তাহাদের প্রাণ বহির্গত হয়।

৫৬॥ তাহারা আল্লার নামে শপথ করিয়া বলে যে নিশ্চয় তাহারা তোমাদের দলের অথচ তাহারা তোমাদের দলের নহে; কিন্তু তাহারা ভীরু জাতি।

৫৭॥ যদি তাহারা কোন আশ্রয়স্থান বা গর্ত্ত অথবা প্রবেশস্থল প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহারা সেইদিকে দৌড়িয়া পলায়ন করে।

৫৮॥ এবং তাহাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যে দাতব্য বণ্টনে তোমার প্রতি অপবাদ দেয়; পরন্তু যদি উহা হইতে তাহারা প্রদত্ত হয় তাহা হইলে সন্তুষ্ট হয় এবং যদি উহা হইতে তাহারা প্রদত্ত না হয় তবে তাহারা ক্রোধ প্রকাশ করিতে থাকে।

৫৯॥ যদি তাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসুল যাহা দান করিয়াছেন উহাতেই সন্তুষ্ট থাকিত এবং বলিত আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট, অচিরেই আল্লাহ্ তাহার দয়াগুণে এবং তাঁহার রসুল আমাদিগকে দান করিবেন, নিশ্চয় আমরা আল্লার প্রতি অনুরাগী (তাহা হইলে ভাল হইত)। (ক্রমশঃ)

★

হযরত রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পবিত্র বাণী

অনুবাদক—মৌলবী মোহাম্মদ

আবু হোরায়রা (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে ভণ্ডের লক্ষণ তিনটি যখন সে কথা বলে, সে মিথ্যা বলে; এবং যখন সে ওয়াদা করে, যে উহা ভঙ্গ করে; এবং যখন তাহার উপর বিশ্বাস ন্যস্ত করা হয়, তখন সে বিশ্বাস ঘাতকতা করে।—(বোখারী ও মোসলেম)। ইহাতে মোসলেম যোগ করিয়াছেনঃ এমন কি, সে রোজা রাখে, নামায পড়ে, এবং মনে করে যে সে মুসলমান।

* * *

হযরত ওমর (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে; মোনাফেকের দৃষ্টান্ত দুইটি ছাগলের মধ্যে বিচরনকারীনি একটি ছাগীর ন্যায় যাহা একবার ইহার কাছে যায় এবং আর একবার উহার কাছে যায়। (মোসলেম)।

* * *

হোজায়ফা হইতে বর্ণিত হইয়াছে মোনাফেককে প্রভু বলিয়া সম্বোধন করিবে না; কারণ সে প্রভু হইলে, তুমি আল্লাহ্‌র রোষে পড়িবে। (আবু দাউদ)।

* * *

আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর হইতে বর্ণিত হইয়াছেঃ যে কেহ জনসাধারণের কাছে নিজের কাজের প্রচারনা করে, আল্লাহ উহা তাঁহার সৃষ্টির কর্ণে পৌঁছাইয়া দিবেন। এবং আল্লাহ্ তাহাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিবেন। (বায়হাকী)।

* * *

ওমর ইবনে খাত্তাব (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছেঃ নিশ্চয় আমি এই উম্মতের প্রত্যেক মোনাফেক সম্বন্ধে ভীত যে কথা বলে জ্ঞানীর ন্যায়; কিন্তু কাজ করে জালেমের ন্যায়।—(বায়হাকী)।

* * *

ওসামা ইবনে শারেখ হইতে বর্ণিত হইয়াছেঃ যে কেহ আমার উম্মতের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিতে বাহির হয়, তাহার গর্দানে আঘাত কর। (নেসায়ী)।

* * *

ইবনে আব্বাস হইতে বর্ণিত হইয়াছেঃ যে কেহ তাহার নেতার মধ্যে অপছন্দের কিছু দেখে সে যেন ধৈর্য্যাবলম্বন করে, কারণ আমি দেখি যে, যে কেহ জামাত হইতে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরিয়া যায় এবং মারা যায় তাহার মৃত্যু জাহেলিয়াতের হয়। (বোখারী ও মোসলেম)।

* * *

আবদুর রহমান বিন সামোরা হইতে বর্ণিত হইয়াছেঃ এমারত চাহিও না, কারণ ইহা চাহিয়া পাইলে তোমার উপর ইহার দায়িত্ব থাকিবে এবং না চাহিয়া পাইলে উহাতে তুমি সাহায্য প্রাপ্ত হইবে। (বোখারী ও মোসলেম)।

* * *

আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত হইয়াছেঃ শীঘ্রই তোমরা এমারতের জন্য লোভ করিবে, কিন্তু ইহা শীঘ্রই কেয়ামতের দিনে পরিতাপের কারণ হইবে। (বোখারী)।

★

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী

[আল-ওসিয়ত হইতে]

খোদা-সন্তুষ্টি তোমরা কোন মতেই লাভ করিতে পার না, যে পর্যন্ত তোমরা তোমাদের সন্তুষ্টি, তোমাদের সুখ ভোগ, তোমাদের মান, তোমাদের ধন, তোমাদের প্রাণ উৎসর্গ করিয়া তাঁহার পথে সেই দুঃখ ও কঠোরতা ভোগ না কর, যাহা তোমাদের সম্মুখে মৃত্যুর দৃশ্য উপস্থিত করে, কিন্তু যদি তোমরা কঠোর জীবন অবলম্বন কর, তবে এক প্রিয় সন্তানের ন্যায় খোদার ক্রোড়ে স্থান পাইবে, এবং তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী সাধুপুরুষগণের উত্তরাধিকারী হইবে, এবং সর্বপ্রকার 'নেয়ামতের' দ্বার তোমাদের জন্য উন্মুক্ত হইবে ; কিন্তু এহেন ব্যক্তি বিরল।

খোদা আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন যে, 'তাকওয়া' এমন এক বৃক্ষ, যাহা হৃদয়ে রোপণ করিতে হইবে। যে পানির দ্বারা তাক্ওয়া সিঞ্চিত হয়, তাহা সমগ্র উদ্যানকে প্লাবিত করে। তাক্ওয়া এমন শিকড় যে, ইহা না থাকিলে সবই বৃথা এবং ইহা বজায় থাকিলে সবই বজায় থাকে। মানুষের এই বৃথা দাম্ভিকতায় কি লাভ যে শুধু কথায় খোদান্বেষণের দাবী করে, কিন্তু সত্যের উপর তাহার পদ প্রতিষ্ঠিত নয়।

দেখ, আমি তোমাদিগকে সত্য সত্য বলিতেছি যে সেই ব্যক্তি ধ্বংস হইয়াছে, যে ধর্মের সহিত কিঞ্চিন্মাত্র পার্থিব সংমিশ্রণ রাখে। 'জাহান্নাম' সেই আত্মার অতি সন্নিকট, যাহার সমুদয় আকাঙ্খা ও ইচ্ছা খোদার জন্য নয়, বরং কতক খোদার জন্য এবং কতক সংসারের জন্য। সুতরাং যদি পার্থিবতার অণুমাত্র সংমিশ্রণ তোমাদের ইচ্ছা, অভিলাষ ও সঙ্কল্পের মধ্যে থাকে, তবে তোমাদের সকল উপাসনা বৃথা। এরূপ অবস্থায় তোমরা খোদার অনুবর্তিতা কর না, বরং শয়তানের অনুবর্তিতা কর।

★

'জমাত হইতে বহিষ্কৃত করা' এবং আহ্মদীয়াত হইতে বহিষ্কৃত করার মধ্যে পার্থক্য আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কোন ব্যক্তি তাহার সন্তান অবাধ্য হইলে, তাহাকে ত্যাজ্যপুত্র বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতে পারে, কিন্তু এ কথা বলিতে পারে না যে, সে তাহার পুত্রই নয়। বীর্য ত তাহারই। অবশ্য, সম্মিলিতভাবে কাজ না করিবার দরুণ তাহাকে পৃথক করা হয়। সেইরূপ, 'জমাত' হইতে বহিষ্কৃত বা পৃথক করা হয়, 'আহমদীয়াত' হইতে বহিষ্কৃত করা হয় না, যে পর্যন্ত কেহ আপনাকে আহ্মদী বলে।

—হযরত খলিফাতুল মসীহ সানি (রাজিঃ)

॥ হাদীসুল মাহদী ॥

আল্লামা জিল্লুর রহমান (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পঞ্চম অধ্যায়

মসিহ মাওউদ (আঃ)-এর কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে মিথ্যা অভিযোগ ও প্রতিবাদ

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর দাবি খণ্ডন করিতে যাইয়া যে প্রকার হীন পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহা তাঁহার কাদিয়ানী-রদ পুস্তকের কোন নিরপেক্ষ শিক্ষিত পাঠকের বুঝিতে বাকী নাই। এই পুস্তকখানা প্রণয়ন করিয়া হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর দাবি খণ্ডনের পরিবর্তে তিনি যে তাঁহার নিজেরই আভ্যন্তরীনতার পরদা ফাঁক করিয়া ফেলিয়াছেন, এবং রসুলে করীম (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী "আখেরী জমানার মৌলানাগণ আকাশের নীচে সবচেয়ে নিকৃষ্টতম প্রাণী হইবে" পূর্ণ করিয়া স্বহস্তে জন-সাধারণের সামনে পেশ করিয়াছেন তাহা প্রত্যেক বিচার-বুদ্ধি-সম্পন্ন বিবেকের কাছে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। এইখানে আসিয়া মৌলানা সাহেব তাঁহার শেষ অমোঘ অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছেন। মীর্যা সাহেবের নিজের ডিক্রি দ্বারা তাঁহার সত্য ও অসত্যতার পরীক্ষা করিয়াছেন, পাঠক এখানেও মৌলানা সাহেবের বাচালতার বাহাদুরী ও অভ্যন্তরীন চরিত্রের নিখুত ছবি দেখিয়া প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বের ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা উপলব্ধি করুন।

এই অধ্যায়েও মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব তাঁহার পূর্ব্ব-চর্ব্বিত কথার পুনশ্চ বর্ণনা করিয়াছেন, নূতন ধোকা এই অধ্যায়ে তিনি অল্পই দিতে পারিয়াছেন, এক কথাকেই বারে বারে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছেন।

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) তাঁহার দাবীর সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য যে সমস্ত অকাট্য প্রমাণ পেশ করিয়াছেন কোরআন শরিফের নিম্ন-লিখিত আয়াতটি তাহাদের অন্যতম—

لا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول

"আল্লাহ-তা'লা তাঁহার রসুল ব্যতিরেকে আর কাহাকেও অদৃশ্য বিষয় জ্ঞাত করেন না।"

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) তাঁহার সত্যতা প্রমাণ করিতে আল্লার বর্ণিত এই মাপকাঠি পেশ করিয়াছেন, এবং শত শত ভবিষদ্বাণী লক্ষ লক্ষ লোকের সাক্ষ্যে পেশ করিয়া নিজের সত্যতার ডিক্রিপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ফলে ১ হইতে শত, শত হইতে সহস্র, সহস্র হইতে লক্ষ, লক্ষ হইতে অযুত, মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর গোলামীর অধীনে আসিয়াছে ?

এখন "আকাশের নীচের" সকল মৌলানা একত্র হইয়া চেঁচাইয়া গগণ তপন ফাটাইয় ফেলিলেও সেই মহিমাময় উচ্চ হাইকোর্ট হইতে ডিক্রিপ্রাপ্ত মোকদ্দমা আর ডিসমিস হইবে না। কিন্তু মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব এখনও নিরাশ হন নাই. ডুবনশীল ব্যক্তির শেষ প্রয়াসের মত তিনি তাহার দলীলের ভাঙ্গা তক্তাখানার দিকে আবার হাত বাড়াইয়াছেন, ধোকাবাজির পুনরাভিনয় করিয়াছেন।

১নং মিথ্যা

মীর্যা সাহেব ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন মিষ্টার আথম ১৫ মাসের মধ্যে মরিয়া যাইবে। কিন্তু আথম ১৫ মাসের মধ্যে মরে নাই।

উত্তর

সত্যের দিকে এবং আঁ-হযরত (সাঃ)-কে গালি-গালাজ করা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন না করিলে ১৫ মাসের মধ্যে আথম মরিবে এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। এই ভবিষ্যদ্বাণী শুনার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ১৫ মাস পর্য্যন্ত ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ ও আঁ-হযরত (সাঃ)-কে গালিবর্ষণ করার দীর্ঘ অভ্যাস হইতে আথম প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল এবং এই জন্যই ১৫ মাসের মধ্যে মরিয়া হাবিয়ায় পূর্ণভাবে নিক্ষিপ্ত হওয়ার আজাব হইতে রক্ষা পাইয়াছিল. এবং সর্ত্ত-যুক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর সর্ত্ত অনুসারে বাঁচিয়া গিয়াছিল। কিন্তু যেহেতু সে পূর্ণভাবে সত্যের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ইসলাম ধর্ম্মের পুনঃ প্রবেশ করিয়া প্রকাশ্যভাবে মোসলমান হইতে স্বীকৃত হইতেছিল না, এবং তাহার মন যে ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে এই সত্য সাক্ষ্য ও গোপন করিতেছিল, এইজন্য দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণীর নির্দ্ধারিত মেয়াদের মধ্যেই সে মারা যায়. এবং মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর জীবিত অবস্থায় নির্দ্ধারিত মেয়াদের মধ্যে মরিয়া ভবিষ্যদ্বাণীর আরও এক দিক পূর্ণ করিয়া দেয়। এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার সময় খ্রীষ্টান জগৎ স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল, আর মৌলানা সাহেব বলিতেছেন পূর্ণ হয় নাই। এইখানে মৌলানা সাহেব একটু মস্তবাও ঝাড়িয়াছেন। "যদি সত্যের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করা সত্য হয়, তাহা হইলে হাবিয়াতে পড়ার কথা সত্য নহে; আর যদি আথম ১৫মাসের মধ্যে 'হাবিয়াতে পড়িয়াছিল' সত্য হইয়া থাকে তবে সত্যের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল বলা সত্য নহে।"

ইহার উত্তর এই, সে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর সর্ত্ত অনুযায়ী সত্যের দিকে আংশিক প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পূর্ণভাবে হাবিয়াতে নিক্ষিপ্ত হওয়ার আজাব হইতে আংশিকভাবে রক্ষা পাইয়াছিল; কিন্তু যেহেতু পূর্ণভাবে সত্যের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রকাশ্যভাবে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করে নাই এইজন্য দ্বিতীয় বার নির্দ্ধারিত মেয়াদের মধ্যে মারা গিয়াছে।

এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার উজ্জ্বল নিদর্শন দেখিয়া কত লোক ইমান লাভ করিয়াছে, কিন্তু মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের ঘোরাইয়া ফিরাইয়া বার বার কথাটাকে পেশকরা তাহার ধোকা-মূলক হঠকারিতা।

পাঠক! এবিষয়ে আমি এই গ্রন্থের অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি, তাহা পাঠ করিবেন এবং হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর গ্রন্থ "আনজামে আথম" কিতাব খানা পাঠ করিলে বিরুদ্ধবাদী মৌলবী-মৌলানাদের ধোকা সহজে ধরিতে পারিবেন।

২য় মিথ্যা

মীর্যা সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আহমদ বেগের দামাদের মৃত্যু ঘটিয়া মোহাম্মদ বেগমের নিকাহ মীর্যা সাহেবের সহিত হয় নাই, এবং মীর্যা সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হইয়াছে।

উত্তর

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হয় নাই এবং ভবিষ্যদ্বাণীর শব্দ অনুযায়ী এবং ভবিষ্যদ্বাণীর প্রত্যেকটি সর্ত্ত অনুসারে বিভিন্ন দিক দিয়া ইহা এমন প্রকাশ্যভাবে পূর্ণ হইয়াছে যে, স্বয়ং মোহাম্মদী বেগমের স্বামী আহমদ বেগের দামাদ হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)এর সত্যবাদীতা স্বীকার করিতেছেন। মোহাম্মদী বেগমের ছেলে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইবার সাক্ষ্য দিতেছে। মোহাম্মদী বেগমের মাতা, মোহাম্মদী বেগমের তিন ভগ্নি পুত্র ও ভগ্নিপতি ইত্যাদি লোকগণ এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার উজ্জ্বল নিদর্শন দেখিয়া বয়েত করিয়া হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতা ঘোষণা করিতেছেন। আর এখন পর্যন্ত নিঃসম্পর্ক মৌলানা সাহেবগণ

ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় নাই বলিয়া ঘেউ ঘেউ করিতে থাকিয়া ভবিষ দ্বাণীর আর এক দিক পূর্ণ করিতেছে।

و یبقی کلاب متعدد ۵

"ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইলেও কতকগুলি কুকুর চেঁচাইতে থাকিবে।"

মোহাম্মদী বেগমের স্বামী হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণ হইতে বিরত হইয়া এবং হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর সত্যবাদীতা স্বীকার করিয়া মৃত্যুর আজাব হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) লিখিয়াছেন—

ضرور ہے کہ وعید کی موت اُس وقت
تک تھمی رہے کہ اُسکو بیباک نہ کردیں
انتہیٰ—

"অবশ্য ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণিত মৃত্যু আসিতে পারে না যদি সে শঙ্কাহীন হইয়া বিরুদ্ধাচারণ না করে।"

আর মোহাম্মদী বেগমের নিকাহ তাঁহার বিধবা হওয়ার সঙ্গে সর্ত্তযুক্ত ছিল। তিনি স্বামী পুত্রসহ মসিহে মওউদ (আঃ)-এর সত্যবাদীতা স্বীকার করিয়া ভবিষ্যদ্ব ণী পূর্ণ হওয়ার সাক্ষ্য দিতেছেন আর আল্লার আজাবের বৈধব্য হইতে বাঁচিয়া গিয়াছেন, অতএব ভবিষ্যদ্বাণী সর্ত্তানুযায়ী নিকাহ না হইয়াই পূর্ণ হইয়াছে।

৩নং মিথ্যা

মোহাম্মদী বেগম সম্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বাণী, আথম সম্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় নাই। মীর্যা সাহেবের দোওয়া কবুল না হইয়া মৌলবী ছানাউল্লা ও ডাক্তার আবদুল হেকিমের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে করিতে হঠাৎ লাহোরে উলাউঠায় এন্তেকাল করিয়াছেন।

উত্তর

মোহাম্মদী বেগম সম্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বাণী ও আবদুল্লা আথম সম্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বাণীগুলি অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইয়াছে।

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর এন্তেকাল উলাউঠা রোগে হয় নাই। এই ঘটনা সরকারী রেকর্ডে প্রকাশিত হইয়া এই প্রতিপন্ন করিতেছে, যে বিরুদ্ধবাদী মৌলানারা মিথ্যার নাজাছতে ডুবিয়া রহিয়াছে।

এস্থলে মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব যে সমস্ত অকথ্য গালি-গালাজ করিয়াছে তাহা মৌলানার নিজের উপরই অভিশাপ স্বরূপ বর্ষিত হইয়াছে ও হইতে থাকিবে। মৌলবী ছানাউল্লা, ডাক্তার আবদুল হেকিম ও পাদরী আথাম সম্বন্ধে এই কিতাবের অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে পাঠক তথায় পাঠ করুন।

৪নং মিথ্যা

মীর্যা সাহেব মৌলবী মোহাম্মদ হুসেন, মৌলবী মোহাম্মাদ বখস জাফর জটল্লী এবং আবুল হুসেন তিব্বতির লাঞ্ছিত হইবার দোওয়া করিয়া এই দোওয়া কবুল হইবার ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিল, তাহা পূর্ণ হয় নাই।

উত্তর

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী নিতান্তই পরিষ্কারভাবে পূর্ণ হইয়াছে। আবুল হাসান তিব্বতি ভবিষ্যদ্ব ণীর পরেই প্লেগ রোগে মারা যায়। আর মৌলবী মোহাম্মদ হুসেন বাটালবি এই ভবিষ্যদ্বাণীর পর হইতেই যে ভাবে লাঞ্ছিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল এবং অবশেষে মৃত্যু পর্য্যন্ত এই রকম লাঞ্ছনার জীবন অতিবাহিত করিয়াছিল যে, সাধারণ মোসলমানদের কবর স্থানে পর্যন্ত দাফন হইতে পারে নাই।

পাঠক শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, ভারত বিখ্যাত একজন মৌলবী, যিনি এক সময় আলেম সমাজে সম্মানের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন, জমানার ইমাম হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া এই রকম ভাবে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হইয়া পড়ে যে, সাধারণ ভদ্র মোসলমানদের কবর-স্থানে পর্যন্ত স্থান না পাইয়া অবশেষে (তাকইয়ারে

কন্‌জরান) যেখানে হারাম পেশা কন্‌জরীদিগকে কবর দেওয়া হয় সেই কবরস্থানে দাফন হইয়া চির-কালের জন্য মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতার সাক্ষী হইয়া রহিয়াছে।

জাফর জটল্লীও কম লাঞ্ছিত হয় নাই। (আঞ্জামে-বাটালবী দ্রষ্টব্য)। কিন্তু মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব এত বড় প্রকাশ্য ঘটনা একবারে গলা ঝাড়িয়া ছাফ অস্বীকার করিয়া ফেলিলেন, তাহাদের কিছুই হয় নাই। এর চেয়ে বড় ধোকা আর কি হইতে পারে?

আর অপর পক্ষে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর সম্মান—তাঁহার জমাত দিন দ্বিগুণ রাত চতুর্গুণ বর্ধিত হইতেছে। দুনিয়ার কোণায় কোণায় আহমদ কাদিয়ানী মসিহে মাওউদ রূপে গৃহীত হইতেছেন।

৫নং মিথ্যা

মীর্যা সাহেব তিন বৎসরের মধ্যে মানব শক্তির সাধ্যাতীত কোন নিদর্শন প্রদর্শন করিতে দোওয়া করিয়াছিলেন, এবং ইহাও বলিয়াছিলেন যে, এই দোওয়া যদি কবুল না হয় আর তিন বৎসরের মধ্যে কোন নিদর্শন করা না হয় তবে তিনি নিজকে মিথ্যাবাদী মনে করিবেন।

তিন বৎসরের মধ্যে মানব শক্তির সাধ্যাতীত কোন নিদর্শন মীর্যা সাহেবের সহায়তা কল্পে প্রকাশ হয় নাই।

উত্তর

মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, মীর্য সাহেব এজাজে-আহমদি নামক একখানা কিতাব প্রণয়ন করিয়া অমৃতসরের মৌলবী ছানাউল্লাকে ২০ দিবসের মধ্যে ইহার উত্তর লিখিয়া ছাপাইয়া রেজেষ্টারী করিয়া পাঠাইবার জন্য লিখিয়াছিলেন

এই এজাজুল-মসিহ কিতাবখানা হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর এক উজ্জ্বল নিদর্শন রূপে কেয়ামত পর্যন্ত কায়েম থাকিয়া—হযরত মসিহ মাউওদ (আঃ)-এর সত্যতা ঘোষণা করিবে। মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব নিজেও লিখিতেছেন ঃ—

"এক্ষণে আপনারা বুঝুন, উক্ত পুস্তকখানি ডাক-যোগে অমৃতসরী মৌলবী ছাহেবের নিকট পৌঁছিবে, তিনি ৯০ পৃষ্ঠা কেতাবের পদ্য গদ্য সংযুক্ত আরবী কেতাবের উত্তর লিখিয়া পরিষ্কার করিবেন তৎপরে উহা ছাপাখানায় পাঠাইবেন তৎপরে তাহারা উহা কম্পোজ করিয়া ২।৩ বার প্রুফ দেখিয়া সংশোধন করিয়া ছাপাইয়া অমৃতসরী মৌলবী সাহেবের নিকট পাঠাইবেন, আবার তিনি রেজিষ্টারী ডাকযোগে মীর্যা সাহেবকে পাঠাইবেন পিয়ন তাঁহাকে পার্শেল দিবেন, ইহা ২০ দিনের মধ্যে হওয়া কিরূপে সম্ভব।

মীর্যা সাহেব কোন আরবকে কয়েক শত টাকা দিয়া এই কেতাবখানা পূর্ব হইতেই প্রনয়ণ করাইয়া-ছিলেন।"

২০ দিনের মধ্যে অসম্ভব বলিয়াই এই অতুলনীয় কালামের মাজেজা হওয়া সম্বন্ধে কোন সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে না। কারণ হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-ও এই কিতাবখানা ২০ দিনের চেয়েও অল্প দিনের মধ্যে প্রণয়ন করিয়াছিলেন। 'মুদ্' নামক স্থানের মুবাহাছা যাহা আহমদি ওলামা ও মৌলবী ছানাওল্লাহ সাহেবেরই সঙ্গে হইয়াছিল, সেই মুবাহাছার ঘটনার বিবরণ সম্বলিত কবিতাবলী যদি পূর্ব হইতে বহুদিন ধরিয়া কোন আরবকে টাকা দিয়া লিখাইয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় (যদিও ইহা মিথ্যা) তাহা হইলে ভবিষ্যতের হুবহু ঘটনা লিখার দরুণ 'এজাজ' অর্থাৎ মোজেজা হইয়া পড়ে। আর যদি এই মুদ নামক স্থানের মুবাহাছার ঘটনাবলী সম্বলিত আরবী কাব্যখানা মুবাহাছার পরে লিখা হইয়া থাকে, তাহা হইলে মুবাহাছা শেষ হইবার তারিখ হইতে এই কবিতা খানা মৌলবী ছানাউল্লার নিকট পাঠান পর্যন্ত যে সময় লাগিয়াছে তাহা হিসাব করিয়া

দেখিলে কবিতা প্রণয়নের সময় হযরত মসিহে মাউওদ (আঃ)-এর জন্য ২০ দিনও বাকী থাকে না। ২রা নবেম্বর 'মুদ' নামক স্থানে মুবাহাছা হইয়াছিল, আর ১৫ই নভেম্বর "এজাজে আহমদি" নামক আরবী কাছিদা প্রণীত, কাতেব কর্তৃক লিখিত ও মুদ্রিত হইয়া, ডাকযোগে প্রেরিত হইয়া মৌলবী ছানাউল্লা সাহেবের নিকট পোঁছে। ২রা নবেম্বর মুবাহাছা হয়, মুনাজারার এই দুই দিন বাদ দিলে বাকী থাকে তের দিন। কাতেব কর্তৃক লিখিত হইয়া ও মুদ্রিত হইয়া আসিতে যদি ৪ দিন কম পক্ষে ধরিয়া লওয়া হয় তবে আর ৯ দিন বাকী থাকে। পেক্ হইয়া ডাকযোগে প্রেরিত হইয়া মৌলবী ছানাউল্লার নিকট বিলি হইয়া পোঁছিতে পৌঁছিতে আরও ৩ দিন যদি ধরিয়া লওয়া হয় তবে এত বড় কাছিদার জন্য হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)-এর হাতে শুধু ৬ দিন বাকী থাকে, যে আরবী কছিদা বিপক্ষদের কথা অনুযায়ী "আরবী ভাষায় অনভিজ্ঞ মীর্যা সাহেব" ৬ দিনে প্রণয়ন করিতে পারেন, তাহা মৌলবী ছানাউল্লা সাহেব নিজের সমস্ত গয়র আহমদি দলের বহু উলামার সাহায্য নিয়া হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর উত্তেজনা পূর্ণ চেলেঞ্জ থাকা স্বত্বেও না লিখিতে পারাতে এই কাছীদা যে, মানবশক্তির সাধ্যাতীত, তাহাতে কি সন্দেহ করিবার কোন পথ আছে।

মৌলানা সাহেব এস্থলে এত বড় ৯০ পৃষ্ঠার পদ্য ও গদ্য যুক্ত আরবী গ্রন্থ ২০ দিনে প্রণয়ন, প্রকাশ ও প্রেরণ মানব শক্তির পক্ষে অসম্ভব স্বীকার করিতেছেন।

কিন্তু এত বড় গ্রন্থ যদি মীর্যা সাহেব ১৩ দিনে মৌলবী ছানাউল্লা সাহেবের হাতে পোঁছাইতে পারেন, তাহা হইলে কোন নিরপেক্ষ বুদ্ধিমান ইহাকে মোজেজা বলিয়া অস্বীকার করিতে পারে না, অন্ততঃ মৌলানা রুহুল আমিন ত পারেনই না, তিনি যে, নিজেই "অসম্ভব" বলিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর আরবী গ্রন্থ একখানা দুইখানা নয়—বহু আরবী গ্রন্থে আরব মিশর, শাম, পারস্য ইত্যাদি সমস্ত দুনিয়ার আরবী, সাহিত্যিকদিগকে মুকাবেলা করিবার জন্য চেলেঞ্জ দিয়াছেন এবং বহু শত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত এই মোকাবেলায় সমস্ত দুনিয়া পরাভব স্বীকার করিয়াছে। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) সমস্ত দুনিয়াকে সমবেত হইয়া আরবী সাহিত্যে মোকাবেলা করিতে আহ্বান করিয়াছেন। এমন ঘুষখোর কোন বাহাদুর আরব থাকিয়া থাকিলে নিশ্চয়ই হযরত মসিহে মাওউদের মোকাবেলাতে মরদে ময়দান হইয়া অগ্রসর হইত, অন্ততঃ বহু সহস্র টাকার লোভে হইলেও, আর দুনিয়া ব্যাপিয়া খ্যাতি ও সম্মান অধিকন্তু ছিল।

আর যদি কাছিদা পূর্ব হইতে লিখাইয়া থাকেন তাহা হইলে কাছিদাখানা পাঠ করিয়া মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবকে স্বীকার করিতে হইবে যে, উহা আরব দ্বারা নয় বরং স্বয়ং খোদাতালা এলহাম দ্বারা পূর্ব হইতেই লিখাইয়া রাখিয়াছিলেন, যেহেতু এই কাছিদা খানাতে মুদ' নামক গ্রামে ২রা নভেম্বর তারিখে ঘটিত মুবাহাছার বর্ণনা আরবী কাছিদায় বর্ণিত হইয়াছে।

ভবিষ্যতের হুবহু ঘটনা আল্লাহ্‌তালা ছাড়া আর কে বলিতে পারে?

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব "এই গ্রন্থ আল্লার তরফ হইতে মোজেজা হইলে ২০ দিনের সর্ত কেন" এই প্রশ্ন করিয়াছেন। ইহার উত্তরে আমার নিবেদন এই যে, হযরত ইমাম গাজ্জালি তাঁহার 'আল-এক্তেছাদ' নামক কিতাবে লিখিয়াছেন—

اگر کوئی نبی یوں کہے کہ
میرے صداقت کی علامت یہ
میں اپنی انگلیوں کو حرکت
دیتا ہوں اور اس وقت تم اپنی
انگلیوں کو حرکت نہیں دے
سکوگے حالانکہ دوسرے وقتوں
میں تم میں سے ہر ایک یہ کام
کر سکتا ہے اور جب دیکھا تو
ایسا ہی ہوا یعنی اس نبی نے اپنی
انگلی کو حرکت دے دی اور
دوسرے لوگ نہ دے سکے تو
کیا اسکو معجزہ نہیں کہا جائے گا۔
ضرور کہا جائے گا —

(علم الکلام ص ۱۷۲ ترجمہ الاقتصاد)
پھر فونہ ۔

সুতরাং ২০ দিনের সময় দেওয়াতে এই কাজের অসাধারণত্ব ও অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

৬নং মিথ্যা

মীর্যা সাহেব বদর পত্রিকায় লিখিয়াছেন—

'আমি যে কাজের জন্য এই ময়দানে দণ্ডায়মান আছি উহা এই যে, আমি খ্রীষ্ট পূজার স্তম্ভ চূর্ণ করিব। ত্রিত্ববাদের স্থলে একত্ববাদ প্রচার করিব, হযরত নবী করিম (সাঃ)-এর গৌরব, মহত্ব ও মর্যাদা পৃথিবীতে প্রকাশ করিব। আর আমি যদি এই সকল কার্য না করিয়াই মরিয়া যাই তবে সকলেই সাক্ষী থাকুক যে আমি মিথ্যাবাদী।"

মীর্যা সাহেবের দাবীর পরে অধিকাংশ ইসলামি রাজ্যগুলি অন্য জাতিদের হস্তগত হইতে চলিয়াছে। ইসলামি শরিয়তের স্থলে নানা প্রকার অপকার্য্য প্রকাশিত হইতেছে। খ্রীষ্টান পাদরীরা বহু মোসলমানকে খ্রীষ্টান করিয়া লইতেছে। তিনি খ্রীষ্টান ধর্ম্ম লোপ করিবেন কি, তাঁহার ফতোয়ায় প্রায় ৪০ কোটি মুসলমান কাফের হইয়া গিয়াছে, ইত্যাদি।

উত্তর

যাহাহউক, মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব এতক্ষণে স্পষ্টতঃই স্বীকার করিতেছেন যে, তাহাদের তথা-কথিত মোসলমান জাতির ঘোর অধঃপতন হইতেছে। কিন্তু মৌলানা সাহেব ইহার কারণ হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর দাবী মনে করিতেছেন। কোরানের পাঠকমাত্রই অবগত আছেন, প্রত্যেক নবীর আগমণের পর সেই নবীকে অস্বীকার করার দরুণ আল্লাহ্‌র তরফ হইতে যে-আজাব আসে সেই আজাব দেখিয়া অস্বীকারকারীগণ সেই আগন্তুক নবীকেই দোষারোপ করিয়া থাকে।

انا نطير بكم

তাহারা ভাবে না এক জনের মিথ্যা দাবীর দরুণ সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আল্লাহ্‌র আজাব আসিল কেন? মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবও ভাবেন নাই, হযরত মীর্যা সাহেবের দাবীর দোষে তাহাদের মাথায় আসমান ভাঙ্গিয়া পড়িল কেন?

কোরানের রৌশনীতে চিন্তা করিলে মৌলানা সাহেব বুঝিতে পারিতেন যে, হযরত মসিহে মাওউদের আগমনের পর খোদার যে-গজব তাহাদের উপর নাজেল হইয়াছে তাহার কারণ আল্লাহর প্রেরিত এই মহাপুরুষের অস্বীকার ছাড়া আর কিছুই নহে। আল্লাহ্‌ বলিয়াছেন—

ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا—

"আমি রসুল না পাঠাইয়া আজাব পাঠাই না"। আর হযরত মসিহে মাওউদের আবির্ভাবের পূর্ব হইতেই তাহারা যে অধঃপতনের দিকে দ্রুত নামিয়া আসিতেছিল, তাহার কারণ তাহারা প্রকৃত ইসলাম হইতেই দূরে সরিয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের মধ্যে প্রকৃত ঈমান এবং ইসলাম থাকিলে তাহাদের এই ভয়াবহ শোচনীয় অধঃপতন হইত না। আল্লাহ্‌ বলিয়াছেন—

لا تهنوا ولا تحزنوا انتم
الاعلون ان كنتم مؤمنين -

"অলস হইও না এবং চিন্তা করিও না, তোমরা যদি মোমেন থাক, তোমরা প্রবল থাকিবে।"

অতএব তাহাদের অধঃপতনের কারণ তাহাদের ঈমানের অভাব, ইসলাম হইতে দূরে সরিয়া পড়া এবং তাহাদের উদ্ধার-কর্ত্তা হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)-কে অস্বীকার করা ছাড়া আর কিছুই নহে। মৌলানা সাহেব বলেন, "চল্লিশ কোটী মোসলমানকে মীর্যা সাহেব কাফের করিয়া দিয়াছেন।" কোরানের ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া চিন্তা করিলে মৌলানা সাহেব নিজেই বুঝিতে পারিতেন, আল্লাহ্‌র প্রেরিত মহাপুরুষ কাহাকেও কাফের করেন নাই, তাহারা নিজের আমলের দোষে বহু পূর্ব হইতেই

ইসলাম হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছিল। বহু পূর্ব্ব হইতেই এই কথা কথিত হইয়া আসিতেছে—

مسلمانان در گور مسلمانی در کتاب —

অতএব কোরআন শরীফের ভবিষ্যদ্বাণীর দিকে লক্ষ্য করিয়া মোসলমান জাতির বর্তমান দুরাবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এবং কোরআনে বর্ণিত অতীত যুগের নবীগণের সফলতার ইতিহাস সামনে রাখিয়া বিচার করিলে হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাব ও তাঁহার অসাধারণ সফলতা কাহারো অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

বস্তুতঃ অসাধারণ প্রতিকূলতার ভিতর দিয়া হিমালয়ান বাধা ডিঙ্গাইয়া হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)—

ليهلك من هلك عن بينة

আয়াতের মর্মানুযায়ী ক্রুশ ধ্বংস করিয়া বিধ্বস্ত সৌধকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর পুনঃ গাঁথিয়া তুলিয়াছেন। যেখানে শুধু নাম ছাড়া আকাশের নীচে ইসলামের আর কিছুই বাকী ছিল না, যেখানে কতকগুলি অক্ষর ছাড়া কোরানের শিক্ষা সপ্তষি মণ্ডলিতে উঠিয়া গিয়াছিল, যেখানে "মুসলমানী দর কেতাব ওয়া মুসলমান দর গোর" হইয়া পড়িয়াছিল, সেখানে জান-নেসার মুসলমানদের এক মজবুত জমাত প্রতিষ্ঠীত করিয়াছেন। ঠিক অতীত যুগের নবীদের জমাতের মত তাহারা আজ ইসলামের বিজয় অভিযানে দিক বিদিক দ্রুত আগাইয়া চলিয়াছে; তাঁহারা মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর সুদৃঢ় রূহানি দুর্গে প্রবেশ করিয়া—

چو دور خسروی آغاز کردند
مسلمان را مسلمان باز کردند

ইমাম মাহদীর হাতে বয়েত করিয়া জান-মাল আল্লার পথে উৎসর্গ করিয়া নব প্রেরণায় উন্মাদিত হইয়া নূতন করিয়া ইসলামকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। তাহারা যে আজ খ্রীষ্টানদের লোলুপ দৃষ্টি হইতে, খ্রীষ্টানী প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত, বরং তাহাদেরই হাতে যে আজ খ্রীষ্টানি চার্চ্চ পরাভূত, বহু খ্রীষ্টান তাহাদেরই কাছে ইসলামের শান্তি নিকেতনে আশ্রিত। অতএব হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) তাঁহার প্রতি অর্পিত কাজ সুচারুরূপে সমাধা করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ করিবার উপায় নাই। তিনি খ্রীষ্ট পূজার স্তম্ভকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন; খ্রীষ্টানদের খোদাকে কবরস্থ প্রমাণ করিয়াছেন; ত্রিত্ববাদিতার অসারতা প্রমাণ করিয়া তৌহীদের উচ্চ মিনার তছলীসের কেন্দ্রে গাড়িয়া দিয়াছেন; হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর মহিমা, হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর গৌরব ও সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠত্ব পৃথিবীময় প্রচার করিয়াছেন ও বিশ্বকণ্ঠে মোহাম্মদীয় গৌরব গাঁথা গীত হইবার যে সুর তুলিয়া গিয়াছেন তাহা ক্রমশঃ প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া দুনিয়ার কোণায় কোণায় প্রতিধ্বনিত হইতে চলিয়াছে এবং শনৈঃ শনৈঃ ইস্‌লামের বিজয় পতাকা দুনিয়ার কুফর স্থানের বিভিন্ন কেন্দ্রে উড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। আজ পাঞ্জাবের ভিতর হইতে বিজয়ের যে ইঙ্গিত উষার অরুণ আভাষের মত জাগিয়া উঠিয়াছে তাহাতে বেশ বুঝা যায় অদূর ভবিষ্যতে ইস্‌লামি আলোতে সমস্ত দুনিয়া উদ্ভাসিত হইবে। ভণ্ড তপস্বী ব্যবসায়ী ধর্মজাজকদের শত ফুৎকারেও আর এই আলো নির্ব্বাপিত হইবে না।

يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ٥

মৌলানা সাহেবগণ চক্ষু বন্ধ করিয়া অস্বীকার করিলেও মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর সফলতা ক্রমশঃ প্রভাতের সূর্যের মত উজ্জল হইতে উজ্জলতর হইয়া উঠিবে।

কিন্তু যাহারা এখনও মোহাম্মদী মসীহ মাহদী (আঃ)-এর পতাকা তলে সমবেত হইয়া ইসলামি জেহাদে যোগদান করে নাই তাহারা যে 'মুখ্‌বেরে সাদেক' (সাঃ)-এর ভীতিপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী

ضربت عليهم الذلة والمسكنة

لتتبعن سنن من قبلكم

—ঐশী গজবে পড়িয়া ক্রমশঃ ইমান, আমল এবং রাজ্যগুলি পর্যন্ত হারাইয়া ঈহুদী সদৃশ লাঞ্ছিত হইবে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই।

৭নং মিথ্যা

ডাক্তার আবদুল হেকীম পাটিয়ালবী মীর্যা সাহেবের মৃত্যু সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিল, সেই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মীর্য সাহেব ১৯০৮ সনের ২৬শা মে তারিখে এন্তেকাল করিয়াছেন।

আর মীর্যা সাহেব ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, আল্লাহ্‌তালা বলিয়াছেন, আমি তোমার আয়ু বৃদ্ধি করিব, কিংবা শত্রুর ভবিষ্যদ্বাণীকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিব। আল্লাহ্‌তালা আমার জয় ও শত্রুর পরাজয়, আমার সম্মান ও শত্রুর লাঞ্ছনা ওয়াদা করিয়াছেন এবং শত্রুদিগকে আছহাবুলফীলের মত ধ্বংস করিবার ওয়াদা করিয়াছেন।

উত্তর

পাঠক শুনিয়া আশ্চর্য হইবেন যে, হযরত মসিহে মাওউদ আঃ) যখন নিজের ওফাত সম্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করিয়া আল-ওসিয়ত নামক একখানা কিতাব প্রকাশ করিয়া জগৎময় প্রচার করেন যে, তাঁহার মৃত্যুর দিন খুব সন্নিকটে, এবং আহমদী জমাতকে উপদেশ-পূর্ণ অছিয়ত-নামা লিখিয়া দিয়া জমাতকে তাঁহার ওফাতের পর কি ভাবে কার্য চালাইতে হইবে শিক্ষা দিয়া আল্লার কাছে যাইবার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া পড়েন।

خدائے عزوجل نے متواتر وحی سے مجھے خبر دی ہے کہ میرا زمانہ وفات نزدیک ہے اور اس بارے میں اس قدر وحی اس قدر تواتر سے ہوئی کہ میری ہستی کو بنیاد سے ہلا دیا (الوصیت ص ۲)

তখন ইহাকেই শত্রুতা সাধনের সুবর্ণ সুযোগ মনে করিয়া ডাক্তার আবদুল হাকিম খাঁ প্রথমে হযরত মসিহে মাওউদের ওফাত সম্বন্ধে তিন বৎসরের মিয়াদ দিয়া এক ভবিষ্যদ্বাণী করে। (আশরায়ে-কামেলা নামক বিরুদ্ধবাদীর পুস্তক, ১৬৩ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য)।

তারপর সে লিখিয়াছে, "জুলাই ১৯০৭ হইতে ১৪ মাস পর্যন্ত মীর্যা সাহেব মরিয়া যাইবেন।" (আশরায়ে কামেলা ১৬৪ পৃঃ)

তারপর আবার ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছে, "মীর্যা ১৪ আগষ্ট ১৯০৮ পর্যন্ত মরিয়া যাইবে।" (আশারা ১৬৪ পৃঃ)।

ডাক্তার আবদুল হেকীম যখন হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর এলহামাদি দেখিয়া এই সমস্ত বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছিল তখন আল্লাহ্‌তালা হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-কে এলহাম করিয়া জানাইয়াছিলেন, আমি শত্রুকে মিথ্যাবাদী করিব। কিংবা তোমার আয়ু বৃদ্ধি করিব।

কিন্তু ডাক্তার আবদুল হেকীম যদি তাহার উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর উপর কায়েম থাকিত তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্‌তালা হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর আয়ু বৃদ্ধি করিয়া দিতেন। কিন্তু ডাক্তার আবদুল হেকীমের দুর্ভাগ্য যে, সে তাহার উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে স্থির থাকিতে পারে নাই। সে আবার 'পয়সা' ও 'আহলে-হাদিস' খবরের কাগজে এই মর্মে আর এক ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করে—

کی تاریخ مقرر نہ کر دیتے جیسا کہ اُنھوں نے کیا چنانچہ ۱۵ مئی کے اھل حدیث میں انکے الہامات درج ہیں کہ ساون یعنی ۴ اگست س ۱۹۰۸ کو مرزا مریگا تو آج وہ اعتراض نہ ہوتا جو معزز ایڈیٹر پیسہ اخبار نے ۲۷ کے روزانہ پیسہ اخبار میں ڈاکٹر صاحب کے اس الہام پر چھپا ہوا ہے ۲۱ ساون کی بجائے ۲۱ ساون تک ہوتا تو خوب ہوتا غرض سابقہ پیشگوئی سے سالانہ اور ۱۴ ماہیہ کو اسی اجمال پر چھوڑے رہتے اور انکے بعد میعاد کے اندر تاریخ مقرر نہ کر دیتے تو آج یہ اعتراض نہ ہوتا —

অর্থাৎ যদি সে পূর্ববর্তী তিন বৎসরের আর ১৪ মাসের ভবিষ্যদ্বাণীদ্বয়কে এজমালি রাখিয়া দিত, আর ২১ শ্রাবণ অর্থাৎ ৪ঠা অক্টোবর তারিখ নির্ধারিত করিয়া না দিত তাহা হইলে খুব ভাল হইত। আর বর্তমান ক্ষেত্রে যে আপত্তি উঠিতেছে তাহা উঠিত না।

আমরা বলিব –

مشتے کہ بعد از جنگ یاد آید بر کلہ خود باید زد

আর ঐরূপ করিলেও আল্লাহ্‌তালা হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর আয়ু বৃদ্ধি করিয়া দিতেন।

সুতরাং তারিখ নির্ধারিত করিয়া দিয়া যে সে নিজেই নিজের ভবিষ্যদ্বাণীকে মিথ্যা প্রমাণ করিয়াছে, তাহা প্রবল বিরুদ্ধবাদীও স্বীকার করিতেছে।

مرزا ۲۱ ساون سنہ ۱۹۶۵ (۴ آگست س ۱۹۱۸) کو مرض مہلک میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو جائیگا مرزا کے کنبہ سے ایک بڑی معرکۃ الاراء عورت مر جائیگی۔

"মীর্যা ৪ঠা আগষ্ট, ১৯০৮ তারিখে এক ধ্বংসকারী রোগে আক্রান্ত হইয়া মরিয়া যাইবে এবং মীর্যার খান্দান হইতে একজন অতি প্রতাপশালিনী স্ত্রীলোক মরিয়া যাইবে।"

(দৈনিক পয়সা আখবার, ১৫ই মে; ১৯০৮, ৪ পৃঃ, কলাম ২)

(আহলে-হাদিস, ১৫ই মে, ১৯০৮, ২ পৃঃ)।

পাঠক দেখিতে পাইলেন, ডাক্তার আবদুল হেকীম খাঁ এই ৪ঠা আগষ্ট তারিখ নির্ধারিত করিয়া দিয়া তাহার নিজের উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীকে যাহা হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর নিজের এলহামের উপর আন্দাজ করিয়াছিল রহিত করিয়া দিয়াছিল এবং আল্লাহ্‌তালাও ডাক্তার আবদুল হেকীমের ৪ঠা আগষ্টের ভবিষ্যদ্বাণীকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিবার জন্য স্বীয় প্রিয় মসিহে মাওউদ (আঃ)-কে তাঁহার নিজ ওয়াদা অনুযায়ী ২৬শে মে, ১৯০৮ ইং সনে ইহধাম হইতে নিজের সন্নিধানে উঠাইয়া লইলেন।

انا للہ وانا الیہ راجعون

ডাক্তার আবদুল হেকিম নিজের এই ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা সাব্যস্ত হওয়ায় লাঞ্ছিত হইয়াছে।

আহমদী জমাতের প্রবল শত্রু মৌলবী ছানাউল্লাও এই কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে—

ہم خدا لگتی کہنے سے رک نہیں سکتے کہ ڈاکٹر عبد الحکیم صاحب اگر اس پر بس کرتے یعنی ۱۴ ماہ پیشگوئی کر کے مرزا کی موت

কিন্তু আমাদের মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব এখনও

ھنوز مرغی کا ایک ٹانگ

"মুরগীর এক ঠ্যাঙ্গ" বলিয়া যাইতেছেন। এই খানে হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহ্‌-তালার এলহামে তাঁহার ওফাতের যে খবর সন্নিবেশিত ছিল সেই খবর লইয়া সয়তান যে খেলা খেলিতে চাহিয়াছিল ইহাকেই কোরানের ভাষায় استماع السرق বলে। কিন্তু আল্লাহ্‌তালা ইহাকে যে-ভাবে ব্যর্থ করিয়াছেন তাহা দেখিয়া প্রত্যেক ইমানদারের ইমান বৃদ্ধি পায়।

অতঃপর ডাক্তার আবদুল হেকিম খাঁ যে প্রকার যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়া পার্থিব নরকে পঁচিতে পঁচিতে অবশেষে যে প্রকার লাঞ্ছনার সহিত পর-কালের নরকে চলিয়া গিয়াছে তাহা ভাবিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে—আর পাটিয়ালাবাসিরা অবগত আছেন, কি-ভাবে ডাক্তার আবদুল হেকিম আছ-হাবেফীলের মত পঁচিয়া গলিয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে।

اعوذ بالله من سوء الخاتمة

১০নং মিথ্যা

মীর্যা সাহেব মৌলবী ছানাউল্লার নামে ১৯০৭ সালের ১৫ই এপ্রিল তারিখে একখানা বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছিলেন। উহার নাম "মৌলবী ছানা-উল্লাহ্‌ সাহেবের সহিত শেষ মীমাংসা।"

এই বিজ্ঞাপনের মধ্যে মীর্যা সাহেব ছানাউল্লার জন্য বদ-দোওয়া করিয়া বলিয়াছিলেন, মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদীর জীবদ্দশায় ধ্বংস করিয়া ফেলা হউক। মীর্যা সাহেব ইহাও লিখিয়াছেন যে—

اجیب کل دعا ذلک الا فی شرکا ذلک

(تریاق القلوب)

ইহাতে বুঝা যায়, মীর্যা সাহেবের এই দোওয়া কবুল হইয়াছিল! তারপর মীর্যা সাহেব ১৯০৭ সালের ২৫শে এপ্রিলের পত্রিকায় লিখিয়াছেন :—

"ছানাউল্লা সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে প্রকৃত পক্ষে আমার পক্ষ হইতে ছিল না, বরং খোদার পক্ষ হইতে উহার ভিত্তি রাখা হইয়াছে।" কিন্তু মীর্যা সাহেব মৌলবী ছানাউল্লার জীবদ্দশায় লাহোরে হায়েজা পীড়ায় এন্তেকাল করিয়া গেলেন, পক্ষান্তরে মৌলবী ছানাউল্লা অমৃতসরী এখনও জীবিত, ইহাতে বুঝা গেল মীর্যা সাহেব প্রতিশ্রুত মসিহ মাহদী ইত্যাদি কিছুই ছিলেন না।

উত্তর

১৫ই এপ্রিল, ১৯০৭ সনে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) মৌলবী ছানাউল্লা অমৃতসরীকে যে এস্তেহার পাঠাইয়াছিলেন তাহার সম্যক মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব উদ্ধৃত করেন নাই। সবখানা এস্তেহার দেখিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, উক্ত বিজ্ঞাপন খানায় হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) মৌলবী ছানাউল্লাহকে মোবাহালার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন—এবং হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) স্বয়ং নিজের পক্ষের মোবাহালার দোয়া প্রকাশ করিয়া মৌলবী ছানাউল্লা সাহেবকে মোকাবেলাতে মোবাহেলার দোওয়ার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন।

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) শুধু মৌলবী ছানাউল্লাহকেই যে মোবাহেলার জন্য আহ্বান করিয়া-ছিলেন তাহা নহে; তিনি আরও বহু বিরুদ্ধবাদীকে মুবাহালার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। পণ্ডিত লেখরাম, আমেরিকার ডুই, চেরাগুদ্দিন জমুনী, ইসমাইল আলিগড়ি ইত্যাদির মোবাহালা-জনিত মৃত্যু হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতার উজ্জ্বল নিদর্শন।

দলিলাদি দিয়া বুঝাইয়া দিবার পর হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) প্রত্যেক ধর্মের বিখ্যাত লোকদিগকে মোবাহেলার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। মোবাহেলা কবুল করিয়া যাহারা হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) এর বিরুদ্ধে বদ-দোওয়া করিয়া মোবাহেলা করিয়াছে

তাহারা মোবাহেলার ফলে আল্লার আজাবে গ্রেফতার হইয়া দুজখে চলিয়া গিয়াছে।

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) লিখিয়াছেন—

گوا رہ اے زمین اے آسمان کہ خدا کی لعنت اُس شخص پر کہ اس رسالہ کے پہنچنے کے بعد نہ مباہلہ میں حاضر ہو اور نہ تکفیر اور توہین کو چھوڑے اور قہقہا کرنے والی مجلسوں سے الگ ہو

(انجام آتھم ص ۶۷)

এই মোবাহেলার আহ্বানে মৌলবী ছানাউল্লা সাহেবের নাম ১১নং ঘরে ছিল।

১৯০৭ সালের ১৩ই এপ্রিল তারিখে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন খানাতেও হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) মৌলবী ছানাউল্লাকে লিখিয়াছিলেন ঃ—

میرے اس تمام مضمون کو آپ اپنے پرچہ میں چھاپ دیں اور جو چاہیں اسکے نیچے لکھ دیں۔ اب فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے

(اہل حدیث ۲۶ اپریل ۱۹۰۷)

"আমার এই মজমুন সম্পূর্ণ ভাবে আপনি আপনার পত্রিকায় ছাপাইয়া দিন, এবং নীচে আপনার যাহা অভিরুচি লিখিয়া দিন।"

পাঠক শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, মৌলবী ছানাউল্লা অমৃতসরী—আহলে-হাদিস পত্রিকার এডিটার. হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর এই বিজ্ঞাপনখানা যাহাতে তাহাকে মোবাহালার জন্য আহ্বান করা হইয়াছিল, ২৬ শে এপ্রিল, ১৯০৭ সনের আহলে-হাদিস পত্রিকায় সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিয়া ইহার উত্তরে মোবাহালা হইতে অস্বীকার করিয়া লিখেন—

یہ تحریر تمہاری منظور نہیں

"তোমার এই লিখা আমি মঞ্জুর করি না।"

اس دعا کی منظوری مجھ سے نہیں لی۔ اور بغیر میری منظوری کے اسکو شائع کر دیا

"এই দোওয়ার মঞ্জুরী আমার নিকট হইতে লন নাই এবং আমার মঞ্জুরী ছাড়াই ইহা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন।"

উক্ত জওয়াবে মৌলবী ছানাউল্লা আরও লিখিয়াছেন ঃ—

خدا کے نبی تو رحیم کریم ہوتے ہیں آپ میرے موت کے پیچھے کیوں پڑگئے ہیں۔ خصوصا ایسے وقت جب امرتسر لاہور میں ہزاروں لوگ طاعون سے مر رہے ہیں —

বস্তুতঃ, মৌলবী ছানাউল্লা সাহেবের নিজের পরিচালিত আহলে-হাদিস পত্রিকার ২৬ এপ্রিল, ১৯০৭ সনের সংখ্যাখানা পাঠ করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর মোবাহালার জন্য আহ্বানের বিজ্ঞাপন পাঠ করিলে তিনি কেমন ভীত হইয়া পড়েন এবং পরিষ্কারভাবে মোবাহালা করিতে অস্বীকার করিয়া নিজ পত্রিকায় প্রচার করেন এবং নিজেই স্বীকার করেন যে, মোছেইলেমা কাজ্জাবও ত হযরত রসুল করিম (সাঃ)-এর পর জীবিত ছিল। সুতরাং পূর্বে মরিয়া গেলেই মিথ্যাবাদী প্রমাণ হইবে কেন? ইত্যাদি বহু কথা বহু নাকে-কান্না কাঁদিয়া মৌলবী সানাউল্লা সাহেব এই আহুত মোবাহালা হইতে অব্যাহতি পান।

তারপর যখন হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর ওফাত তাঁহার নিজের ভবিষ্যদ্বাণী ও অহিয়ত প্রকাশ করার পর হইয়া গেল তখন মৌলবী ছানাউল্লা বিভিন্ন মজলিসে বিভিন্ন সুর গাহিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কখনও বলেন, আমার সঙ্গে মোবাহালা করিয়া মীর্যা

সাহেব মারা গিয়াছেন। যখন কোন ব্যক্তি দেখাইয়া দেয় যে, জি মৌলানা সাহেব; আপনি ত মোবাহেলা করিতে রাজি হন নাই আর দুই পক্ষে রাজি হইয়া পরস্পরের বিরুদ্ধে দোওয়া না করিলে মোবাহালা হয় না—সুতরাং মোবাহালা না করিয়াই, বরং মীর্যা সাহেবের মোবাহালার আহ্বানকে পরিষ্কার অস্বীকার করিয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া এখন বলিতেছেন, মীর্যা সাহেব মোবাহালায় মারা গিয়াছে। তখন মৌলানা তাহার সুর বদলাইয়া বলিতে থাকেন, মোবাহালা না হইলেও মীর্যা সাহেবের দোওয়া ত ছিল; তাঁহার যে সকল দোওয়া কবুল হয় বলিয়া তিনি বলিয়াছেন।

কোন অভিজ্ঞ লোকের সামনে এমন কথা বলিলে মৌলবী ছানাউল্লার মুখবন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এই কথা বলিয়া যে, ১৫ই এপ্রিল ১৯০৭ সনের বিজ্ঞাপনের এবারত যদি মীর্যা সাহেবের এক তরফা দোওয়া হইত তাহা হইলে আপনার নিকট হইতে মঞ্জুরী লইবার কথা কেন বলিলেন, এবং মীর্যা সাহেবের দোওয়াকে আপনি মঞ্জুর না করিবার কি অর্থ? তখন মৌলানা সাহেব এই প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করেন। এমন কি, ২৬শে এপ্রিল, ১৯০৭ সনের আহ্‌লে-হাদিস পত্রিকা যাহা কাহারো কাছে আছে জানা থাকিলে তিনি এই প্রসঙ্গ সেই মজলিসে আর উত্থাপনই করেন না।

কিন্তু বাঙ্গালা দেশের অজ্ঞ জন-সাধারণকে ধোকা দিবার জন্য মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব বলিতেছেন যে, মীর্যা সাহেবের নিজের বদ-দোওয়া অনুসারেই মীর্যা সাহেব মারা গিয়াছেন এবং তাঁহার দাবী অনুসারে তিনি মিথ্যাবাদী।

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর মোবাহালার অনুষ্ঠানে যাহারা যোগ দিয়াছে তাহারা আল্লার আজাবে পড়িয়া মারা গিয়াছে এবং যাহারা ভীত হইয়া বলিয়াছে, বদকার লোকও ত দীর্ঘ জীবন পায়, তাহারা মৃত্যু হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে। তাহারা বাঁচিয়া থাকিয়া হযরত মাওউদ (আঃ)-এর সফলতা ও জামাতের তরক্কী দেখিয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে। তাহাদের জন্য এই লাঞ্ছনার জীবনও আল্লার তরফ হইতে কম আজাব নয়।

আর হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) হায়জা রোগে এন্তেকাল করিয়াছেন, একথা মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের জঘন্য প্রকৃতির ঝোট। পাঠক দেখিয়া আসিয়াছেন, এই কাদিয়ানী রদ বই খানার আগা-গোড়াই জঘন্য প্রকারের ঝোট এবং ধোকায় পূর্ণ রহিয়াছে।

এই পাঁচ খণ্ড পুস্তকে মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব নিজের আভ্যন্তরীন চিত্রের যে ছবি নিজ হাতে অঙ্কিত করিয়াছেন, ইহাও হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতার এক উজ্জ্বল প্রমাণ। মৌলানা সাহেবদের অবস্থা এরূপ হইয়াছে বলিয়াই হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)—এর আবির্ভাব হইয়াছে।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের প্রয়োজনীয়তা

আহমদ তৌফিক চৌধুরী

হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্বে এই ধরনীর বুকে লক্ষাধিক নবীর আবির্ভাব হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন জাতিতে এইসব নবী আগমন করেছেন। এই বিশাল বিশ্বে এমন কোন জাতি নেই যার মধ্যে কখনও কোন নবীর আগমন হয় নাই। পবিত্র কোরআনে আল্লাপাক বলেন, 'লাকাদ বায়াস না ফি কুল্লে উম্মাতির রাসুলান' অর্থাৎ—সকল জাতিতেই নবীর আগমন হয়েছে। 'লিকুল্লে কাউমিন হাদ'—সকল সম্প্রদায়েই হেদায়াতকারীর আবির্ভাব হয়েছে। 'ইম্মিন উম্মাতিন ইল্লা খালাফিহা নাজির'—এমন কোন কৌম নেই যাতে সতর্ককারী আগমন করেন নাই। 'মা আরসালনা মিন রসুলিন ইল্লাবিলেসানি কাউমিহি' অর্থাৎ—সকল রসুলই নিজ নিজ আঞ্চলিক এবং জাতীয় ভাষায় প্রচার করেছেন।

আজ থেকে চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে মহানবী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) যখন আরব ভূমিতে আবির্ভূত হন তখনও যুগে যুগে আগত এইসব নবীদের মধ্যে অনেকের প্রতিষ্ঠিত ধর্মমতই এই পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিল। এই সব ধর্মমতের মধ্যে হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর নামে প্রচলিত হানিফি মতবাদ, হযরত মুসা (আঃ) এবং অন্যান্য ইস্রায়েলীয় নবীর প্রতিষ্ঠিত ইহুদী ধর্ম, হযরত ইসা (আঃ)-এর ধর্ম বলে কথিত খ্রীষ্ট ধর্ম, ইরানের মহাপুরুষ যুরথাস্ত্রার পার্শী ধর্ম, হিন্দ এলাকা ও পূর্বাঞ্চলের ব্রাহ্মণ্যবাদ ও গৌতমবুদ্ধ প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম এবং চীন দেশীয় ধর্ম প্রবর্তক কন-ফু-সীর প্রচারিত শিক্ষা-গুলিই প্রধান। এছাড় নাম বিহীন অগণিত পৌত্তলিক ধর্মও ছিল।

এখন প্রশ্ন হ'ল, এতসব ধর্মমত বিদ্যমান থাকতে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর আগমনের প্রয়োজন কি ছিল? আজকের এই আলোচনা সভার সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে এই একটিমাত্র প্রশ্নেরই উত্তর দিতে চেষ্টা করব। ওমা তৌফিকা ইল্লা বিল্লাহ্।

প্রথমতঃ আমাদের উত্তর হ'ল, এইসব ধর্মের অনুসারীদেরকে এক ধর্মে একত্রিত করার জন্যও আঁ-হযরত (সাঃ)-এর আগমনের প্রয়োজন ছিল। কেননা এইসব ধর্মের অনুসারীগণ নিজ নিজ ধর্ম এবং ধর্ম প্রবর্তক ব্যতীত অন্যান্য নবীদেরকে মিথ্যাবাদী এবং ভ্রান্ত বলে মনে করত, এক ধর্মের লোকের পক্ষে অন্য ধর্ম গ্রহণ ত দূরের কথা ধর্মোপদেশ দেওয়াও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। ইহুদী ধর্ম কেবল ইসরাইল জাতির জন্য ছিল। ভিন্ন জাতির দীক্ষা নেওয়ার কোন প্রশ্নই উঠত না। কেননা ইহুদীদের মতে পৃথিবীতে একমাত্র বণি ইসরাইল বা ইয়াকুব (আঃ) এর বংশই খোদার মনোনীত সম্প্রদায়। ইহুদী-ধর্মগ্রন্থে খোদাকে একমাত্র ইস্রায়েল জাতির খোদা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যথা, Blessed be the Lord God of Israel for ever and ever. (1 chronicles 16:36) পার্শীধর্ম ইরানবাসীর জন্য ছিল। পার্শীদের বিশ্বাস খোদার বিকাশ একমাত্র পারশ্য দেশেই সীমাবদ্ধ। কন ফু-সীর জীবন বিধান খাস করে চীনের জনাই ছিল। ভারতের ব্রাহ্মন্যবাদে প্রতিবেশী অব্রাহ্মণের প্রবেশ দ্বার ছিল রুদ্ধ। এমনকি বেদ পাঠ ব্রাহ্মণ-ছাড়া অনের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। মনু সংহিতা ৪:৮১ শ্লোকে আছে,—

যোহ্যস্ত ধর্মাচষ্টে কশ্চবাদিশতিব্রতম্‌।
সোহসংবৃতং নাম তমঃনহ্‌ হেনৈবমজ্জতি ॥

অর্থাৎ—যে ব্রাহ্মণ শূদ্রকে ধর্মোপদেশ প্রদান করবে সে সেই শূদ্রের সঙ্গে 'অসংবৃত' নামক নরকে নিক্ষিপ্ত হবে। বর্তমানে যদিও খ্রীষ্টধর্মের বিশ্বব্যাপী প্রচার হচ্ছে, কিন্তু New Testament-এ স্বয়ং যীশুর এ সম্বন্ধে নিষেধ বাক্য লিখিত রয়েছে। যীশু বলেন, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. অর্থাৎ, আমি ইস্রায়েলের হারান মেষ ব্যতিরেকে অন্যের জন্য প্রেরিত হই নাই। (মথি, ১৫:২৪ পদ) যীশু পরজাতীয় লোকদেরকে কুকুর আখ্যা দিয়ে তাদের কাছে প্রচার করতে নিষেধ করে গিয়েছেন। It is not meet to take the children's bread, and to cast it to dogs (Matt. 15:26,)

বিভিন্ন ধর্ম এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে যখন এইরূপ দ্বন্দ্ব এবং সংঘাত চলছিল তখনই আঁ-হযরত (সাঃ) এসে ঘোষণা করলেন, 'কুল্লুন আমানা বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি ওয়া রুসুলিহী' অর্থাৎ, আমরা আল্লায়, ফিরিস্তায় এবং যুগে যুগে আগত সকল নবীর উপর ইমান রাখি। 'লা নুফাররেকু বাইনা আহাদিম মির রুসুলিহ্‌' আমরা এই সব রসুলদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না কেননা তাঁরা সকলেই এক আল্লার তরফ থেকে প্রেরিত। (ইসলামের কি মহান শিক্ষা! হিন্দু বলুন, পার্শী বলুন, ইহুদী বলুন, খ্রীষ্টান বা অন্য ধর্মাবলম্বীর কথা বলুন, তারা নিজ সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য সম্প্রদায় বা বিজাতিতে আগত নবীদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করলে তাদেরকে স্বধর্ম হারাতে হয়; আর এদিকে সকল দেশে, সকল জাতিতে আগমনকারী নবীদের উপর বিশ্বাস স্থাপন না করলে কাহারও পক্ষে মুসলমান হওয়া সম্ভবপর নয়।) আঁ-হযরত (সাঃ) আরও ঘোষণা করলেন, 'কানান্নাস্থ উম্মাতান ওয়া হেদাতান' অর্থাৎ এই বিশ্বের সকল মানবই এক জাতি। 'আনি বুল্লাহা রাব্বি ওয়া রাব্বা কুম' এবং সেই এক আল্লার উপাসনা কর যিনি আমার এবং তোমাদের সকলেরই সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও ক্রমোন্নতিদাতা। 'ইন্নাদ দীনা ইন্দাল্লাহিল ইসলাম' আর সেই আল্লার নিকট একমাত্র ধর্মই হ'ল ইসলাম। যুগে যুগে প্রয়োজনানুযায়ী এই ইসলামেরই বিভিন্ন অংশ ইব্রাহিম, মূসা, ইসা এবং অন্যান্য নবীদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে। 'ইয়া আইয়ুহাননাস্থ, ইন্নি রসুলুল্লাহি ইলাইকুম জামিয়া' আর হে উত্তর দক্ষিণ এবং পূর্ব পশ্চিমে বসবাসকারী মানব সমাজ। হে কাল, ধল, পীত ও তাম্র বর্ণের মানব গোষ্ঠী। হে সর্ব যুগে, সকল দেশে আগত নবীদের উম্মত! আমি তোমাদের সকলের জন্য বিশ্বনবীরূপে প্রেরিত হয়েছি। অতএব, সকল নবীর উম্মতকে এক সত্য, সনাতন ধর্মে একত্রিত করার জন্য বিশ্বনবীর আগমনের প্রয়োজন ছিল। এই বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করে আল্লাপাক বলেন, 'আরসালা রাসুলাহু বিল হুদা ওয়া দীনিল হাক্কি লি ইউজ হিরাহু আলাদ দীনে কুল্লিহি' অর্থাৎ আল্লাতা'লা এক সত্য, সনাতন ধর্মসহ এই রসুলকে প্রেরণ করেছেন যাতে সকল ধর্মের উপর এই ধর্ম জয়যুক্ত হয় অর্থাৎ সমস্ত ধর্মকে বাতিল করে সকলকে এক ধর্মে যাতে একত্রিত করা হয় এই জন্যই বিশ্ব নবীর আবির্ভাব।

দ্বিতীয়তঃ খালেস তৌহিদ বা একত্ববাদ কায়েম করবার জন্যও আঁ-হযরত (সাঃ)-এর আবির্ভাবের প্রয়োজন ছিল। যুগে যুগে আগমনকারী আম্বিয়া কেরাম যদিও 'আনি-বুদুল্লাহা ওয়াস তানিবুত তাগুত-বলে সকলকে এক অদ্বিতীয় খোদার উপাসনা করতে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় পূর্ববর্তী নবীদের উম্মত সে নির্দেশ পালন করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। চীনদেশে এক অদ্বিতীয় 'শাঙতির' পরিবর্তে খোদার অবতার হিসাবে রাজাকে খোদা জ্ঞানে পূজা করা হয়েছে। রাজার হুকুমকেই খোদার আদেশ রূপে মান্য করা হয়েছে। বৌদ্ধ

ধর্মাবলম্বীরা এক 'অজাতম অভূতম' শক্তিকে অস্বীকার করে নিরীশ্বরবাদীতে পরিণত হয়। ভারতবর্ষে 'একমেবাদ্বিতীয়ম' ঈশ্বরের পরিবর্তে তেত্রিশ দেবতার উপাসনা' হতে লাগল। যজুঃ বেদের সপ্তম অধ্যায়ের উনিশ নম্বর শ্লোকে এই তেত্রিশ দেবতার মধ্যে এগার দেবতা জলের, এগার দেবতা স্থলের এবং এগার দেবতা আকাশের বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য পরবর্তীকালে দেশ প্রেমিকরা ভারতের তেত্রিশ কোটি জনতাকেও তেত্রিশ কোটি নর দেবতা বলে আখ্যায়িত করেছেন। ঋক্ বেদের দশম খণ্ডের বায়ান্ন অধ্যায়ের ছয় নম্বর শ্লোকে দেবতার মোট সংখ্যা তিন হাজার তিন শত চল্লিশ বলা হয়েছে। পার্শীরা এক খোদাকে 'আহুরা মাজদা' বা আলোর খোদা এবং 'অহরমন' বা অন্ধকারের খোদা রূপে দ্বিখণ্ডিত করল। আলোর খোদা আহুরামাজদার প্রতীক হিসাবে তারা অগ্নি-পূজা করতে লাগল। ইহুদী ধর্মগ্রন্থে যদিও এক খোদা 'জেহুবা' বা সদাপ্রভুর অস্তিত্বের উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু ইহুদীরা সেই খোদার কাছে মাথা নত করতে নারাজ। তারা ইস্রায়েল জাতির ফজিলত বর্ণনা করতে যেয়ে গর্বভরে বলে থাকে যে, 'আমরা স্বয়ং জেহুবার কাছেও মাথা নত করি না।' খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীরা 'তিনে এক, একে তিন' ফরমূলা অনুযায়ী এক সম্পূর্ণ নূতন বিষয় জগৎবাসীর সম্মুখে পেশ করল। পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর, এবং পবিত্র আত্মা ঈশ্বর. এইরূপে তারা একত্ববাদের পরিবর্তে ত্রিত্ববাদ আমদানী করল। এক অবলার সন্তানকে তারা খোদাজ্ঞানে পূজা করতে লাগল। আরবের গোত্রগুলির অগণিত নিজস্ব দেবদেবী ছিল। এক আল্লার উপাসনার জন্য হানিফ ইব্রাহিম যে কাবা গৃহ নির্মাণ করে ছিলেন তাতে বৎসরের ৩৬০ দিনে উপাসনার জন্য ৩৬০টি মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল। মোট কথা সমগ্র বিশ্বে যখন তৌহিদের কোন নাম নিশানাও ছিল না তখন আঁ-হযরত (সাঃ) আবির্ভূত হয়ে দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষনা করলেন,

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'

অর্থাৎ—আল্লা ছাড়া কোন ইলা বা ভালবাসার, শ্রদ্ধার ও ভয়ের পাত্র নেই। তিনি একক, তাঁর কোন পুত্র নেই, তিনিও কারও পুত্র নহেন আর তাঁর সমতুল্য কেহই নাই। তিনি শুধু আলো বা অন্ধকারের খোদাই নহেন, তিনি 'নুরুস সামাওয়াতে ওয়াল আরদ' অর্থাৎ—দ্যুলোক ভূলোকের জ্যোতিঃ। 'নূরুন আলা নূর' জ্যোতিরও জ্যোতিঃ তিনি। তিনি 'রববুল আলামীন' বা সর্বযুগের, সর্বকালের, সমস্ত জগতের, সকলের একমাত্র উপাস্য ও নমস্য প্রভু।

তৃতীয়তঃ ধর্মব্যবস্থা বা শরিয়ত বিধানকে পূর্ণ করার জন্যও তাঁর আগমনের দরকার ছিল। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পূর্ববর্তী কোন নবীই তাঁদের সময়ে শরিয়ত পূর্ণ হওয়ার দাবী করেন নি। এমন কি আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পূর্বে আগমনকারী বণি ইসরাঈলীয় শেষ নবী হযরত ইসা (আঃ)ও মৃত্যুর পূর্বে শিষ্যদেরকে বলে গেলেন, I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now. How be it when he, the spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. for he shall not speak of himself; but whatsoever he shall hear that shall he speak, and he will shew you things to come. (John 16: 12, 13) অর্থাৎ—তোমাদেরকে বলার আমার আরও অনেক কথা আছে। কিন্তু তোমরা এখন সে সব সহ্য করতে পার না। পরন্তু তিনি, সত্যের আত্মা, যখন আসবেন, তখন পথ দেখিয়ে তোমাদেরকে সমস্ত সত্যে নিয়ে যাবেন; কারণ তিনি আপনা থেকে কিছু বলবেন না, কিন্তু যা শুনেন, তাই বলবেন, এবং আগামী বিষয়ও তোমাদেরকে জানাবেন।' এই সত্যের আত্মা হলেন 'আল আমিন' হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)।

পবিত্র কোরআন 'জাআল হক' বলে এদিকেই ইঙ্গিত করেছে। ইসা (আঃ) যে কথা বলে যেতে পারেন নি, আঁ-হযরত (সাঃ) এসে সেই সব কথা জগৎবাসীর সম্মুখে পেশ করলেন এবং অসম্পূর্ণ শরিয়ত ব্যবস্থাকে পূর্ণ করলেন। আল্লাতালা বলেন, 'আল ইয়াওমা আকমাল তু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নিমাতি ওয়া রাজিতু লাকুম ইসলামা দীনা' অর্থাৎ—এই নবীর যুগে আমি আমার দীন বা শরিয়ত বিধানকে পূর্ণ করলাম, আর আমার নেয়ামতকে পরিপূর্ণরূপে এ'দীনে' দান করে দিলাম এবং ইসলামকে বিশ্বের সকল মানবের জন্য একমাত্র ধর্মরূপে মনোনীত করলাম।'

চতুর্থতঃ বিশ্বসৃষ্টিরক্ষা এবং মানবতার মুক্তির জন্যও তাঁর আবির্ভাবের প্রয়োজন ছিল।

আঁ-হযরত (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্বে সারা দুনিয়া পাপপঙ্কিলে নিমগ্ন ছিল। অন্যায় অবিচার, অনাচার—ব্যভিচার দাঙ্গা-হাঙ্গামা, ফেৎনা-ফসাদ, খুন-খারাবী, বঞ্চনা-প্রতারনা, প্রভৃতিতে দুনিয়ার প্রতিটি দেশ, প্রতিটি সমাজ এবং জাতি জর্জরিত ছিল। এক কথায় মানুষ তখন অধঃপতনের চরম স্তরে গিয়ে পৌঁছে ছিল। দিকে দিকে চলছিল তখন পাপাচার শয়তানের রাজত্ব ও দুষ্ট এবং দম্ভের দৌরাত্ম্য। হত্যা লুণ্ঠন আর হিংসা জিঘাংসা ছিল মানুষের নিত্য সহচর। নীতির নামে দুর্নীতি, শাসনের নামে শোষন ও নির্যাতন ধর্মের নামে অধর্মের রাজত্ব চলছিল সর্বত্র। ঐ সময়ের অবস্থার বর্ণনা দিতে যেয়ে আল্লাপাক বলেন, 'জাহারাল ফাসাদুফিল বার্রে ওয়াল বাহর' অর্থাৎ—জলে-স্থলে, সাগরে-নগরে তখন প্রবাহিত হচ্ছিল অন্যায়, অত্যাচার, স্বৈরাচার আর ব্যভিচারের প্রবল স্রোত। বৌদ্ধ ভিক্‌খবরা জীব হত্যা মহাপাপ বলে মুখে প্রচার করত বটে, কিন্তু সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের দেহে অগ্নি-প্রজ্জ্বলিত করে আত্মাহুতি দেওয়া এবং পেট চিরে আত্মহত্যা করাকে পুণ্যের কাজ বলে মনে করত। তৎকালীন হিন্দু ধর্মের অবস্থা ছিল আরও শোচনীয়। ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যের পক্ষে ধর্ম চর্চা ছিল মহা অপরাধ। কোন হতভাগ্য শূদ্র বেদবাণী শ্রবণ করলে তার কানে গরম সীসা ঢেলে দেওয়া হ'ত। অগণিত দেব দেবীর নামে অসহায় মানুষকে পাঠার ন্যায় বলী কাষ্ঠে ঝুলতে হ'ত। জীবন্ত শিশু সন্তানকে গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হ'ত। মৃত স্বামীর সঙ্গে একই চিতায় স্ত্রীকেও জীবন্ত দগ্ধ করে মেরে ফেলা হ'ত। সতীত্বের দোহাই দিয়ে নর পিশাচরা এমনি ভাবে অবলা নারীকে সহমরণে বাধ্য করত। মহাভারত পাঠে জানা যায় যে একই সময়ে একজন স্ত্রী-লোকের পাঁচজন করে স্বামী থাকতে পারত; কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবার পক্ষে অন্য স্বামী গ্রহণ করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ছিল। সন্তান উৎপাদনে অক্ষম স্বামীর চৌদ্দ পুরুষকে নরক থেকে উদ্ধার করার জন্য 'নিয়োগ' প্রথা অনুযায়ী স্ত্রীকে দেবর অথবা অন্য পুরুষ দ্বারা সন্তান উৎপন্ন করতে হ'ত। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী এই 'নিয়োগ' প্রথার বহু গুণ কীর্তন করে গিয়েছেন)। পার্শী ধর্মে কুকুরের মর্যাদা ছিল মানুষেরও উপরে। জেন্দ আবেস্তায় কুকুরকে আলো দেবতা আহুরা মাজ্‌দার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

অর্থাৎ—পার্শী ধর্মের বাণী হল,

'শুনহে মানুষ ভাই,—
সৃষ্টির মাঝে কুকুর শ্রেষ্ঠ
তাহার উপরে নাই।'

খ্রীষ্টানদের হাল ছিল অত্যন্ত নিকৃষ্ট। স্যার উইলিয়াম মুইর তাঁর Life of Mohammed গ্রন্থের ভূমিকায় স্বীকার করেছেন যে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর আবির্ভাবের সময় খ্রীষ্ট সমাজের অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল। প্রকৃতপক্ষে পাদ্রীদের হাতেই সমস্ত ক্ষমতা ছিল। ধর্মের নামে তারা নিজেদের ইচ্ছাকেই মণ্ডলীর উপর চাপিয়ে দিত। অর্থের বিনিময়ে পাপী

মানবকে তারা অবস্ত জীবনের সার্টিফিকেট দিত। ইহুদীদের অধঃপতন সম্বন্ধে এখানে একটা ঘটনাই যথেষ্ট মনে করি। ইয়াসরিবে ফতিটন নামক এক ইহুদী সমাজপতি বাস করত। এই পাষণ্ডের হুকুম ছিল সমাজে যখনই কোন কুমারীর বিয়ে হবে তখন প্রথম রজনী ঐ কুমারীকে তার সঙ্গে একত্রে বাস করতে হবে। এখন আঁ-হযরত (সাঃ) এর জন্মভূমি আরবের কথা বলি। সমগ্র আরব তখন পাপাচারের দিক দিয়ে ছিল সকল দেশের সেরা—শয়তানের লীলা ভূমি। জুয়া, ব্যভিচার আর মদ্যপান ছিল আরব বাসীর প্রিয় অভ্যাস। হত্যা আর লুণ্ঠন ছিল তাদের কাছে অতি সাধারণ ব্যাপার। কথিত আছে, একদা জনৈক ব্যক্তির একটি উট অন্য এক গোত্রের সর্দারের খেজুর বাগানে ঢুকে বন্য পাখীর ডিম নষ্ট করে ফেলেছিল। ফলে এই দুই গোত্রের মধ্যে চল্লিশ বৎসরব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলেছিল। আরবের ইতিহাসে এই যুদ্ধ 'জঙ্গে বসুস' নামে কুখ্যাত হয়ে আছে। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য আরব সর্দারেরা শত্রুকে বধ করে তার মাথার খুলিতে মদ্য পান করে অন্তরের জ্বালা নিবারণ করত। কোন কোন গোত্রের লোকেরা নবজাত শিশু কন্যাকে জীবন্ত পুঁতে ফেলত। কবি হালী বলেছেন,

'ও গোদ এয়সি নফ্‌রত সে করতি থি খালি,
জিনে সাঁপ জেয়সে কোই জিন্‌নে ওয়ালী।'

অর্থাৎ—"মা তার কোলকে এত ঘৃণার সঙ্গে খালি করত যেন সে সর্প প্রসব করেছে।" রসুল করীম (সাঃ)-এর নিকট বয়েতকারী কায়েস ইবনে আসেম জাহেলিয়াতের যুগে তার তেরটি কন্যা সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করেছিলেন। একজন পুরুষ যত ইচ্ছা নারী রাখতে পারত। কিছুদিন ব্যবহারের পর এইসব নারীকে বিক্রয় করে নূতন নারী আমদানী করা হ'ত। পিতার মৃত্যুর পর অন্যান্য স্থাবর অস্থাবর মালের সঙ্গে সৎমাদেরকেও বণ্টন করা হ'ত এবং এদের সঙ্গে স্ত্রীর ন্যায় ব্যবহার করা হত। সংক্ষেপে এই ছিল তৎকালীন মানবজাতির অবস্থা। এদের চিত্র অংকন করে পবিত্র কোরআনে আল্লাতালা বলেন, 'উলাইকা কাল আনাম বাল হুম আজাল্লু' অর্থাৎ—এরাই প্রকৃত পশু, না—না, বরং তার চেয়েও নিকৃষ্ট।

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ উপাদানে তৈরী মানব জাতির ক্রন্দন রোলে যখন আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হচ্ছিল, শয়তানের গরল নিঃশ্বাসে যখন বায়ু মণ্ডল দূষিত হয়ে পড়ছিল, নিপীড়িতের বুকভাঙ্গা শ্বাস এবং হুতাসীর হা-হুতাস তখন আল্লার রহমতের দরিয়ায় বান ডেকে আনল। তখন রব্বুল আলামীন, রহমানুর রহিম আল্লা—মানুষের মুক্তির জন্য প্রেরণ করলেন রহমতুল্লিল আলামীন, ইমামুল মুরসালীন, খাতামান নবীঈন, হযরত মোহাম্মাদ আল আরবী (সাঃ) কে। এই 'আবে হায়াতের' আগমনে মৃতপ্রায় ধরনী আবার জীবিত হয়ে উঠল। আল্লা বলেন, 'ই'লামু আন্নাল্লাহা ইউহিল আরজা বাদা মাওতিহা' অর্থাৎ—জেনে রাখ আল্লা পৃথিবীকে মৃতবৎ হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় জীবন্ত করে তুললেন।

আলফ্রেড মার্টিন তার The Great Religious Teacher of the East পুস্তকে লিখেছেন, মোহাম্মদের সত্যাদর্শ আরবের তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধনে যেভাবে কামিয়াবী হাসিল করেছিল, দুনিয়ার ধর্মীয় ইতিহাসে তা নজিরবিহীন। তাঁর অক্ষয়কীর্তি সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় যে, এত দক্ষতার সঙ্গে তিনি তাঁর দেশের গোত্রভিত্তিক মানুষকে একটি মহত্তর জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, মধ্য যুগের আরব ভূমিতে ইহুদী কিংবা খ্রীষ্টান মতবাদের দ্বারা তা কোনক্রমেই সম্ভব হত না।" জর্জ বার্ণাডশ'ও তাঁর Getting Married পুস্তকে মহানবী (সাঃ) সম্বন্ধে বলেছেন, I have studied him, The wonderful man, and in my opinion far from being

an anti-Christ, he must be called the saviour of humanity. 'অর্থাৎ বার্ণাডশ'-এর মতে আঁ-হযরত (সাঃ) ছিলেন মানবতার মুক্তিদাতা।"

অতএব, নিঃসন্দেহে একথা বলা চলে যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর আবির্ভাব না হলে সমগ্র মানবজাতি ধ্বংস এবং সমস্ত সৃষ্টিই ব্যর্থ হয়ে যেত। তাই আল্লা বলেছেন, 'লাও লাকা লামা খালাকতুল আফলাক' অর্থাৎ—হে মোহাম্মদ (সাঃ) তোমাকে সৃষ্টি না করলে অন্য সব সৃষ্টিই ব্যর্থ হয়ে যেত।

আহ্‌মদী জমাতের প্রতিষ্ঠাতা চমৎকার বলেছেন, ইন্নি লাকাদ উহ্‌য়িতুমিন ইহ্‌য়াইহী—

ওয়াহালালি ইজাজিন ফামা অহ্‌য়্যানি, ইয়া রাব্বি সাল্লি আলা নাবিয়িকা দায়িমান ফি হাজিহিদ দুনিয়া ওয়া বাঃ সিন সানি।'

অর্থঃ – নিশ্চয় আমি আপনার দ্বারা জীবিত হয়েছি। কী অপূর্ব মোজেজা, যে আপনি আমাকে এভাবে জিন্দা করেছেন। অতএব, হে প্রভূ আমার! আপনি আপনার নবীর উপর এই জগতে ও পরজগতে দরুদ ও সালাম প্রেরণ করুন।' *

* ঢাকা ইসলামিক একাডেমীতে ২৩।৭।৬৭ ইং তারিখে আয়োজিত 'সিরাতুন্নবী' সভায় পঠিত।

আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার উদ্যোগে সিরাতুন নবী জলসা উদযাপিত

ঢাকা আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার উদ্যোগে গত ২৩শে জুলাই ইসলামিক একাডেমী মিলনায়তনে সিরাতুন্নবী জলসা শহরের বহু সংখ্যক বুদ্ধিজীবি, শিক্ষাবিদ ও গন্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়। সমস্ত হল পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। অনেকেই বাহিরে দণ্ডায়মান থাকিয়া বক্তৃতা শ্রবণ করেন। সভায় সভাপতিত্ব করার কথা ছিল ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি জনাব মোহাম্মাদ সালাউদ্দীন চৌধুরী। কিন্তু তাঁহার দুই কন্যার অসুস্থতার কারণে তিনি তাঁহার লিখিত ভাষণ দান করিয়া সভা ত্যাগ করেন। অতঃপর সভায় সভাপতিত্ব করেন পূর্ব-পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার জেনারেল সেক্রেটারী জনাব মুহম্মদ শামসুর রহমান এল. এল. বি., বার-এট ল।

কোরআন তেলওয়াতের পর সভার কার্য আরম্ভ হয়। কোরআন তেলওয়াত করেন সদর মুরব্বী মৌলানা আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ সাহেব। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর লিখিত নাতে রসুল (সাঃ) পাঠ করেন জনাব মুশতাক আহ্‌মদ স্যারগল। অতঃপর সভার কার্য আরম্ভ হয়।

বিচারপতি সালাউদ্দীন চৌধুরী তাঁর সুদীর্ঘ ভাষণে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করেন। তিনি তাঁহার ভাষণে বলেন, মোহাম্মাদ (সাঃ) শতধাবিচ্ছিন্ন আরবগোত্রের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁহাদের মধ্য হইতে অনাচার দূর করেন এবং আরবজাতির চারিত্রিক অবনতি দূর করিয়া অপরাজেয় শক্তিতে পরিণত করেন। ইহা ছাড়াও তিনি হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী উল্লেখ করেন।

ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যক্ষ ডাক্তার জি. সি. দেব তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন যে, হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর একটি হাদীস তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা বেশী মুগ্ধ করিয়াছে। হাদিসটি হইল, "আমি গরীব হিসাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, গরীব হিসাবে মধ্যে বাস করিতেছি এবং মৃত্যুর পরও যেন গরীব হিসাবে বাস করি।" তিনি বলেন, মোহাম্মাদ (সাঃ) সাম্য প্রতিষ্ঠা করিয়া ছিলেন। মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করিয়া ছিলেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, আহ্‌মদীদের প্রচেষ্টায় আবার সেই হারান সাম্য ফিরিয়া আসিবে।

তিনি বক্তৃতায় উল্লেখ করেন যে, আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার সভায় পূর্বেও তিনি দুইবার বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি আহ্‌মদীয়া মতবাদের ইসলাম প্রচারের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করিয়া জামাতের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

কৃষিতথ্য কেন্দ্রের প্রধান জনাব মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী সাহেব তাঁহার ভাষণে বলেন, মুসলমানদের বিশ্বাস এক লক্ষ অথবা দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর আসিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা সকলেই মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর ভূমিকা স্বরূপ ছিলেন। তিনি এ সম্পর্কে বিষদ আলোচনা করেন।

তিনি বলেন, আদর্শের অভাবে মানুষের জীবন বিফল হয়। আদর্শহীন মানুষ সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক। মানুষ বিদ্বান হইতে পারে, সমাজের বুকে তাহার প্রাধান্য থাকিতে পারে, কিন্তু সে সমাজের জন্য বিপজ্জনক।

তিনি বলেন, তিনি যখন আমেরিকায় ছিলেন তখন দেখিয়াছেন সেখানে মোহাম্মদ (সাঃ)-কে চোর ও ডাকাতের সর্দার হিসাবে চিত্রিত করা হইয়াছে। সে দেশের সকলে জানে যে, তাঁহার যুগী রোগ ছিল। মোস্তফা আলী সাহেব আলোচনা প্রসঙ্গে তাহাদেরকে বলেন, যে মানুষটি সমস্ত আরব জাতির পরিবর্তন সাধন করিলেন, তিনি কি চরিত্রভ্রষ্ট হইতে পারেন। চরিত্রভ্রষ্ট মানুষ তো মহান জাতি গঠন করিতে পারেন না।

তিনি বিধর্মীদের একটি প্রশ্নের উল্লেখ করিয়া বলেন, তাহারা বলে, "ফলে বৃক্ষের পরিচয়, তোমরা মোহাম্মাদের ফল; কিন্তু তোমরা কি?" মোস্তফা আলী সাহেব বলেন, কাচা ফল ও পচা ফলে বৃক্ষের পরিচয় হয় না। পাকা ও সুমিষ্ট ফলে বৃক্ষের পরিচয়। সুতরাং তিনি সকলকে ইসলামের জন্য, মোহাম্মাদের জন্য সুমিষ্ট ও সুপক্ক ফলে পরিণত হইতে আহ্বান জানান।

তিনি বলেন যে, ইসলাম সর্বযুগের জন্য, সর্ব-জাতির জন্য, সুতরাং মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর আদর্শও সর্বযুগের জন্য, সর্বজাতির জন্য অনুকরণীয়।

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নেতা ভন বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরো বর্তমান বিশ্বে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে ইসলামের নীতি বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁহার বক্তৃতায় তিনি বৌদ্ধধর্মের নীতিও ব্যাখ্যা করেন এবং বলেন, ইসলামের সহিত অনেকক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্মের সাদৃশ্য রহিয়াছে।

পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নায়েবে আমীর আনওয়ার আহ্‌মদ কাহলন সাহেব তাঁহার সক্ষিপ্ত ভাষণে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর চরিত্র ও কৃতিত্ব সম্বন্ধে বিষদ আলোচনা করেন। তাঁহার জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনার উল্লেখ করিয়া তিনি যে মানুষ জাতির অনুকরণীয় ও আদর্শ স্থানীয় সে বিষয়ে আলোকপাত করেন।

জনাব আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব মোহাম্মাদ (সাঃ) এর আবির্ভাবের প্রয়োজনের উপর আলোকপাত করেন. তিনি বলেন হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) আসিয়া ছিলেন সকল ধর্মাবলম্বীকে এক ধর্মে একত্রিত করিতে। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদেরকে এক ধর্মে একত্রিত করিয়া তিনি চাহেন সকল ধর্মাবলম্বীদের মধ্য হইতে বিবাদ বিষম্বাদ সমূলে উৎপাটিত করিতে। মোহাম্মাদ (সাঃ) আসেন খাঁটি তৌহিদ প্রতিষ্ঠিত করিতে। তিনি

আসেন মানুষের মধ্যে মানবতা প্রতিষ্ঠিত করিতে। কুসংস্কার দূর করিতে। জনাব চৌধুরী সাহেব বিভিন্ন ধর্মের মূলতত্ত্ব পর্যালোচনা করিয়া বিশ্বে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন।

ব্যারিষ্টার মুহাম্মদ শামসুর রহমান সাহেব সভাপতির ভাষণে সিরাতুন নবী জলসা পালনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া বলেন, মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর জীবনাদর্শকে সকলের সামনে সমুপস্থিত করাই এই সভার উদ্দেশ্য, যাহাতে তাঁহার আলোকে আলোকিত হইয়া আমরাও পরিচালিত হইতে পারি।

তিনি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অতঃপর জগৎবাসীর মঙ্গল কামনা, বিশ্ব শান্তি ও ইসলামের উন্নতি কামনা করিয়া দোয়া করা হয়, অতঃপর সভার পরিসমাপ্তি ঘটে।

★

॥ বারবার খণ্ডন করা পুরাতন আপত্তি ॥

মুহম্মদ আতাউর রহমান

যখনই আল্লাহ্‌তায়ালা আপন করুণা গুণে মানুষের মংগলের জন্য কোন নবীকে প্রেরণ করেছেন তখনই তাঁর বিরুদ্ধে উঠেছে বিরোধীতার তুফান, আপত্তির তরঙ্গ। লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, মিথ্যা অপবাদ, গালিগালাজ হয়েছে তাঁর গলার মালা; অভিশপ্ত, ফসাদ সৃষ্টিকারী, বাপদাদার ধর্ম নষ্টকারী, পার্থিব সুখ সম্মান লোভী বলে তাঁর বিরুদ্ধে হয়েছে প্রচার।

সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ নবী, সবচেয়ে মানব দরদী, সবচেয়ে শান্তি প্রিয়, সবচেয়ে মানব কল্যাণকামী, পূর্ববর্তী ধর্ম গুরুগণের কলংক খণ্ডনে সবচেয়ে অগ্রণী, অনাথ দুঃখীগণের সবচেয়ে বড় বন্ধু, আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মাদ মুস্তফা (সাঃ)। কিন্তু তাঁর উপর হলো সবচেয়ে বেশী আপত্তি, তজ্জন্য সবচেয়ে বেশী জুলুম। দেখুন রসুলুল্লাহ (সাঃ) ডিউট্রণমি ১৮ পরিচ্ছদের ১৮ আয়াতে হযরত মুসা (আঃ)-র ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করেছেন বলে ঘোষণা করেন। এটা হযরত মুসার সত্যতার উপর হলো এক অকাট্য দলীল, ইহুদীগণ এই উপকারের জন্য রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর চিরকৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কিন্তু ইহুদীগণ তাঁকে কত না যাতনা দিয়েছে, তাঁর প্রাণ বিনাশের জন্য কোন্ কৌশল বাদ দিয়েছে?

হযরত ঈসা (আঃ) এবং তাঁহার জননীকে ইহুদীগণ পাঁচ ছয় শত বছর ধরে কত না নাপাক গালি দিয়েছে। আমাদের রসুলুল্লাহ (সাঃ) তাঁদের পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন। আপন স্ত্রী আয়েসাকে মরিয়ম এবং আপন শিষ্য আবু জার গাফ্‌ফারীকে ঈসা বলে অভিহিত করে তাঁদের পবিত্রতাকে সার্বজনীন দৃষ্টিপথে আনয়ন করেছেন। হযরত ঈসা (আঃ)-এর উপর এরূপ উপকার করেও রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-র আত্মার বিরাম নাই। তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক সন্তান এবং ইসলামের দুর্দিনের কাণ্ডারী "ইমাম মাহদী"-কে "ঈসা" খেতাব দান করে অনাগত ভবিষ্যতের প্রাচ্য পাশ্চাত্যের মুসলমানগণের হৃদয়ে হযরত ঈসা (আঃ)-এর বিশিষ্ট স্থান সংরক্ষিত

করেছেন। অতএব দেখা যাচ্ছে হযরত ঈসা (আঃ)-এর সবচেয়ে বেশী উপকার করেছেন আমাদের রাসুলুল্লাহ (সাঃ)। কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ)-এর নামে ধর্ম প্রচারক পাদ্রীগণ রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে লিখেছে সবচেয়ে বেশী।

বর্ত্তমান যুগে 'আহমদীয়া-জামাত' নিখিল বিশ্বে সাম্য মৈত্রী ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠা করতে চায়, জগৎ প্রভু রব্বুল আলামীনের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়, চৌদ্দশ বছর আগে, রক্ত পিপাসু বিশ্বের সবচেয়ে রক্তরঞ্জিত আরবে ইস্লাম ধর্ম 'লা ইকরাহা ফিদ্দীন'—ধর্মে জোরজবরদস্তী নাই, খুনাখুনি নাই—ইস্লাম বাহুবল দ্বারা নহে, কুরআনের যুক্তি শক্তি দ্বারা, ঘৃণা দ্বারা নহে, প্রেম দ্বারা বিশ্ব-মানবকে কোলে স্থান দিতে চায়; ঘোষণা করল। এ ঘোষণা-পত্র হ'ল মানবাধিকারের প্রথম দলীল বা মেগ্না কার্টা। মানব ধর্মের নামে খুন হ'তে মুক্তি পেয়ে গেল। কিন্তু আফসোস যুগের আবর্তনে মুসলমান কর্তব্য বিমুখ হলো, তাদের ধর্মীয় নেতাগণ ইসলাম প্রচার ছেড়ে, শান্তির ইসলামকে ৭২ টুকরা করার কাজে লেগে গেল। মুসলমান হলো হীনবল, মুমূর্ষু। "মুসাদদেছে হালি", "শেকওয়া" প্রভৃতিতে এ করুণ ছবি দেখে নিন। হীন শক্তি মুসলমান হলো রাজ্য-হারা। তারপর আসল আরও দুদিন, এই উপ-মহাদেশ হ'তে লক্ষ লক্ষ মুসলমান ইসলাম ছেড়ে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করল, তবুও ধর্মীয় নেতাগণের হুশ হলো না! কৈ তাহাদের প্রচারিত খুনী মাহদী এবং তাহার অভিযান?

'ইসলাম' মানবের জন্য আল্লাহ্র মনোনীত ধর্ম, ইসলামের হেফাজতের-ভার তিনি জমিনী নেতাগণের উপর ছেড়ে দেন নি। তাঁহার প্রতিশ্রুতি, ইন্না নাহনু নাজ্জালনাজ জিকরা ওয়া ইন্না লাহু লা-হাফিজুন, তিনি কার্যকরী করেছেন, ইসলামের হেফাজতের জন্য তিনি ইমাম মাহদী (আঃ)-কে পাঠিয়েছেন। এযুগ ভীষণ যুগ; নাস্তিকতা জড় বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা, একদিকে ভোগ বিলাসের সামগ্রীর প্রাবল্য, অন্যদিকে দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ মানুষকে দিক বিদিক জ্ঞান শূণ্য করে দিয়েছে। ধর্মীয় নেতাগণ বাপ-দাদার ভুল-ভ্রান্তি সহ সাকুল্য রীতি নীতির (Total customs) দিকে স্ব স্ব দলকে চাবুক মেরে নিয়ে যেতে চায়। আজ শয়তানের শেষ যুদ্ধ, তাই যেমন রোগ তেমন তার ঔষধ। বিশ্বের কঠিন রোগের যোগ্য প্রতিষেধক রূপে ইমাম মাহদী এবং মসিহ মাওউদ (আঃ) এসেছেন; তাঁকে আল্লাহ্ পূর্ববর্তী নবীগণের ফয়েজ প্রদান করে শক্তিমান করে দিয়েছেন। এই আসমানী নেতাকে পরাস্ত করার জন্য জমিনী নেতাগণের আপত্তি সমূহ পাহাড় প্রমাণ হবেই, যিনি ইসলামকে বিশ্বের কোণায় কোণায় নিয়ে যাবার জেহাদ শুরু করে গেছেন তাঁর বিরুদ্ধে কতিপয় অকৃতজ্ঞ হৈ চৈ করবেই, কিন্তু মনে রাখবেন আমাদের প্রিয় নবী মোহম্মাদ মুস্তফা (সাঃ) যেমন জবরদস্ত নবী, তেমনি তাঁর জবরদস্ত মসিহ হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ) সেই প্রতিশ্রুত মাহদী এবং মসিহ। আরব আজমের মিলন কেন্দ্র তিনি, হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) এর প্রিয় সন্তান, শক্তিশালী সন্তান, আধ্যাত্মিকে সন্তান তিনি। যারা তাঁর বিরুদ্ধে লেখনী ধারন করেছে নিশ্চিহ্ন হবে তারা, যদি তারা অনুতপ্ত না হয়।

আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন—দুনিয়াতে আমার সাবধানকারী পুরুষ এসে গেছেন, দুনিয়া তাঁকে কবুল করে নাই; কিন্তু আমি তাঁকে গ্রহণ করেছি এবং প্রবল আক্রমনের পর আক্রমন চালিয়ে তাঁর সত্যতা জাহির করব।

এই দৈব সংকেতে নাস্তিকও কম্পিত হবে। খালেক মালেক আজিজুল কাহ্হার খোদার সাবধান বাণীতে নিষ্প্রাণ পাথর, বৃক্ষলতা, বজ্র বিদ্যুৎও ভয়ে নড়ে উঠবে।

আপত্তিকারীগণের মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা এবং হৃদয়ের পরিবর্তন সবই আল্লাহ্‌তা'আলার হাতে। তাঁর কাছে আমাদের এই দোয়া যেন তিনি ভালর দিকে তাদের পরিবর্তন মন্‌জুর করেন যাতে তাঁর ইরাদা।

ليظهره على الدين كله

—তে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী সকল 'শর' شر বিধূরিত হয়

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

হে আগত অনাগত আপত্তিকারীগণ, অনুধাবন করুন হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ইংরেজ প্রীতির জন্য দুনিয়ায় প্রেরিত হন নাই। তিনি প্রেরিত হন বিশ্ববুকে প্রীতির বন্যা বইয়ে দিতে।

পাক-ভারতের মুসলমানদের রাজত্ব যখন শিখ দখলে চলে যায়, তখন সেখানে আজান বন্ধ হয়, কুরবানী বন্ধ হয়, কুরআন শরীফ বে-ইজ্জত হয়। ইংরেজগণ শিখ বিতাড়িত করে—ধর্মীয় স্বাধীনতা ঘোষণা করে। মসজিদের মিনারে মিনারে আবার আজান ধ্বনি উঠে, আবার আল্লাহ্‌র বাণী শোনা যায়। পুনরায় কোরবানী চালু হয়। এতে ধর্ম-প্রাণ মসিহ মাওউদ (আঃ)-এর চেয়ে আনন্দ আর কি হতে পারে? তিনি ইংরেজের হস্তক্ষেপ মংগলজনক মনে করে তাদের সহযোগীতা করেন। ইসলাম ত কৃতজ্ঞহীনতা শিক্ষা দেয় না। যদি ইংরেজের সাথে সহযোগীতা দোষনীয় হয় তবে স্যার সৈয়দ আহমদ, যিনি সিপাহী বিদ্রোহের সময় বহু ইংরেজ নরনারীকে রক্ষা করেন এবং পরে ইংরেজী ভাষা ও দর্শন চর্চার জন্য আলীগড় কলেজ স্থাপন করেন তিনিও ত দোষী। ইংরেজের দেওয়া 'সাম্‌সুল উলামা" খেতাবধারী ইংরেজ প্রীতি দেখাতে উদ্‌গ্রীব আলেমদের জন্যই বা কোন বিশ্লেষণ দরকার বলে দিন।

হে আপত্তিকারীগণ, দয়া করে বার বার এই আপত্তি পেশ করবেন না। হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) জেহাদ বন্ধ করেন নাই। আত্মরক্ষার জন্য জেহাদ করা কোরআনের আদেশ। রাজপথে একজন ইংরেজকে নিরস্ত্র হত্যা করায় জেহাদের পূণ্য নাই। জেহাদ সম্বন্ধে প্রচলিত অপব্যাখ্যা, ইসলামের দুর্দিনে এক খুনি মাহ্‌দীর প্রচার, তরবারীযোগে ইসলাম প্রচারের পাশ্চাত্য অপবাদকে মজ্‌বুত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছিল।

হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) জেহাদ সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা দেন তা ইসলামের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য অপবাদ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় এবং এতে ইসলামের অগ্রাভিযানের সম্মুখস্থ দুর্ভেদ্য প্রাচীর ধ্বসে পড়ে।

জেহাদ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা সমূহ দূর করে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) যে জেহাদ শুরু করে গেছেন তার দুর্বার তরঙ্গ আজ আফ্রিকা, ইউরোপ, এবং এশিয়ার নগর সমূহে ইসলাম সম্বন্ধে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এই জেহাদের বিরুদ্ধে এক শ্রেণীর লোক আমাদের প্রায় গোটা সমাজকে লেলিয়ে দিয়েছে। তা না হলে আজ প্রতি মহাদেশ এবং দ্বীপপুঞ্জ মসজিদে ভরে যেত। ভেবে দেখুন, হিট্‌লার এত শক্তি নিয়ে, এত লোক বিনাশ করে ব্রিটীশ দ্বীপপুঞ্জ জয় করতে পারেন নি। কিন্তু হযরত মসীহ মাওউদ কর্তৃক নিয়োজিত মুজাহেদগণ ব্রিটীশ দ্বীপপুঞ্জের রাজধানীতে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ)-এর নিশান উত্তোলিত করে আরও অগ্রসর হচ্ছেন। ইসলামের অগ্রগতির জন্য যারা সামান্য চিন্তাও করেন তাঁরা এ সম্বন্ধে উৎফুল্ল হবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু আফ্‌সোস, নিন্দুকের প্রাণে আনন্দ কোথায়? হযরত মীর্যা আহমদ (আঃ)-এর জেহাদ লর্ড হেড্‌লী ফারুক, মোহাম্মাদ আসাদ লিউপল্‌ড, আলেকজাণ্ডার রাসেল ওয়েব প্রভৃতি খ্যাতনামা খ্রীষ্টান মনীষিগণকে মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর কদমতলে নিয়ে এসেছে। এরা এখন

রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রশংসায় কলম ধরেছেন। কিন্তু পরশ্রীকাতরের চোখ বন্ধ।

যাক্ হযরত মীর্যা গোলাম আহ্মদ (আঃ) তাঁহার জেহাদে যাহাদের ভরতি করেছেন তাহাদের মেষ বানাইলেন, তর্কস্থলে মেনে নিলাম। কিন্তু বলুন মহাত্মা গান্ধীর নন-ভায়লেন্স পন্থী জমিয়তে উলামার দল, সীমান্ত-গান্ধী খান আবদুল গফ্ফার খানের দল তবে কি হয়েছেন? মহাত্মা গান্ধীর কংগ্রেস বা তাঁর সহায়ক দলের মুসলমানগণকে আপত্তিকারীগণের "জেহাদ মনস্থখী" বলে অভিযুক্ত করা হবে কি?

দ্বাদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হউক) ত তরবারী নিয়ে জেহাদ করেছিলেন শিখদের বিরুদ্ধে, ইংরাজের বিরুদ্ধে নয়। পরিশেষে শহীদ হয়েছিলেন। পাক-ভারতে ত জেহাদের মর্ম জানা লোকের অভাব ছিল না। কিন্তু কোটী কোটী মুসলমানের মধ্যে কয় লক্ষ মুজাহিদ আল্লাহ্র এই মুজাদ্দিদের পাশে তরবারী নিয়ে খাড়া হয়েছিল? তারপর সর্বাধিক পরিতাপ বেরেল্ভীওয়ালা গণকে দেওবন্দ ওয়ালারা "কাফেরী ফতোয়া" দিয়েছেন। তারা তরবারী লয়ে জেহাদ করলেন, অনেকে জান-প্রাণ দিলেন; কিন্তু তাঁদের কপালে জুট্ল ফতোয়াবাজ উলেমাদের কুফ্রী ফতোয়ার কলংক টিকা।

মহানবী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর খলিফাগণ ত কোন দিন কোন জেহাদে কসুর করেন নাই। কিন্তু তাঁদের তিনজনকে অন্ততঃ শুক্রবারে মিম্বরে উঠে গালি গালাজ দেওয়াকে একদল মুসলমান পুণ্য মনে করত। ইহুদীগণের দুর্ভেদ্যদুর্গ শ্রেণী খয়বরে অবস্থানকারী ইহুদীগণ ইসলামের শত্রুতায় মশ্গুল। হযরত আবু-বকর (রাঃ)-কে প্রধান সেনাপতি করে জেহাদে পাঠান হলো। হযরত আবু-বকর (রাঃ)-এর অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য নয় দেখে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে প্রধান সেনাপতি করে খয়বর বিজয়ে পাঠালেন? শেরে খোদা আলী মুরতজা (রাঃ)-র হস্তে ইহুদীগণ পর্যুদস্ত হলো। এই বীর মুজাহেদকেও দামেস্কের জামে মসজিদের মিম্বরে শুক্রবারে গালি-গালাজ দেওয়া হতো। অবশ্য প্রথম হিজরী শতাব্দীর মুজাদ্দিদ খলিফা হযরত ওমর ইব্নে আবদুল আজিজ (রাঃ) এই গালি গালাজের প্রথা বন্ধ করে দেন।

এখন দেখুন যাহারা তরবারী নিয়ে জেহাদ করেছেন তাঁরাও গালি গালাজের শিকার হয়েছেন। আজ রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জামালী সৌন্দর্য প্রকাশের যুগ। যুগ মুতাবেক জেহাদ চল্ছে; কিন্তু ভ্রমান্ধ সমালোচক এই বীর মুজাহেদগণকে রেহাই দিবে কেন?

* * *

বারান্তরে হযরত মীর্যা গোলাম আহ্মদ (আঃ)-এর কৈশরের জেহাদ এবং ইসলামের জন্য সেবা, মোগল ও ইংরাজ রাজত্বে তাঁর পরিবারের উচ্চ মর্যাদা, মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে ইস্লাম কবুলের জন্য তাঁর দাওয়াৎ ও প্রচেষ্টা সম্বন্ধে আলোচনা করব, ইনশা-আল্লাহ্।

★

আহ্‌মদী জামাতের ইমাম (আইঃ)-এর ইউরোপ সফর

আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ

আহ্‌মদীয়া জামাতের ইমাম সৈয়েদানা হযরত আমীরুল মোমেনিন খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) গত মাসে ইউরোপ সফরে গিয়াছেন। গত সংখ্যা আহ্‌মদীতে হযরত সাহেবের সফরের সংক্ষিপ্ত এবং যতটুকু পাওয়া গিয়াছিল উহার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। অদ্য অবশিষ্ট সংবাদ দেওয়া হইল।

হ্যামবুর্গে হযরত সাহেব (আইঃ)

প্রোগ্রাম অনুযায়ী হুজুর ১৬ই জুলাই তারিখে হেগ হইতে হামবুর্গ শহরে পৌঁছেন। হামবুর্গ শহরের প্রচারকেন্দ্র ১৯৪৯ সনে স্থাপিত হইয়াছিল। ১৯৫৮ সনে খোদার অপার অনুগ্রহে ত্রিত্ববাদের লীলাভূমিতে পরম উপাস্য একমেবাদদ্বিতীয়ম আল্লাহর ঘর (মসজিদ) স্থাপিত হয়। হযরত খলিফাতুল মসীহ সানি (রাজিঃ)-এর নির্দেশে চৌধুরী মোহাম্মাদ জাফরুল্লাহ্ খাঁ উক্ত মসজিদের উদ্বোধন করেন।

হযরত সাহেবের আগমনে হামবুর্গের আহ্‌মদী-বৃন্দ তাঁহাকে বিরাট অভ্যর্থনা জানান। হামবুর্গের দুইটি বিখ্যাত পত্রিকা হুজুরের হামবুর্গ আগমনের সংবাদ প্রচার করে। পত্রিকা দুইটি যথাক্রমে, Hamburger Abenblant ও Diewelt. হামবুর্গের আহ্‌মদীয়া মুসলীম মিশনারী ইন চার্জ্জ জনাব মৌলানা আব্দুল লতীফ সাহেব বিমান বন্দরে হুজুরকে অভ্যর্থনা জানান। ঐদিন বৈকালে তাঁহার সম্মানে জামাতের পক্ষ হইতে ফজলে ওমর মসজিদে অভ্যর্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। হামবুর্গ সরকারের পক্ষ হইতেও ১৭ই জুলাই তারিখে টাউন হলে হযরত সাহেবকে অভ্যর্থনা জানান হয়।

হামবুর্গ শহরে অবস্থানকালে হুজুরের হাতে একজন জার্মান মহিলা, একজন আরব (যিনি ঐ স্থানের বাসিন্দা হইয়াছেন) বয়েত (দীক্ষা) গ্রহণ করেন।

আটলান্টিক হোটেলে প্রেস কনফারেন্স

১৭ই জুলাই তারিখের সন্ধ্যায় হুজুর আটলান্টিক হোটেলে আয়োজিত প্রেস কনফারেন্সে যোগদান করেন। টেলিভিশন, রেডিও, ও বিভিন্ন সংবাদ পত্রিকা হইতে ৩৫ জন সাংবাদিক, ফটোগ্রাফার ও সংবাদ দাতা উপস্থিত হইয়াছিলেন।

হুজুর আনুষ্ঠানিক কোন বক্তৃতা প্রদান না করিয়া সাংবাদিকদেরকে প্রশ্ন করিবার সুযোগ দান করেন। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে হুজুর বিষদ আলোচনা করেন। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন; সত্য ধর্মের বৈশিষ্ট হইল উহার অনুগামীদের সম্বন্ধ আল্লাহ্‌র সহিত থাকে। আল্লাহ্‌র সহিত যে ধর্মের কোন সম্বন্ধ থাকে না, সে ধর্ম সত্য হইতে পারে না। কেননা ধর্মের উদ্দেশ্যই খোদার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করা। আমাদের দাবী হইল, এখন উক্ত বৈশিষ্ট কেবল ইসলাম ধর্মেই বিদ্যমান। এবং ইসলাম ধর্মই একমাত্র ধর্ম যাহা খোদার সহিত বান্দার মিলন স্থাপন করিতে পারে। প্রমাণ স্বরূপ হুজুর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর দোয়ার কবুলিয়ত সম্পর্কিত মৌলিক চেলেঞ্জ তাঁহাদের সম্মুখে পেশ করিয়া বলেন যে, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্য হইতে কয়েকজন রোগী লইয়া

তাঁহাদিগকে সকল ধর্মের প্রতিনিধিদের মধ্যে সমভাবে বন্টন করিয়া দেওয়া হউক। অতঃপর প্রত্যেক প্রতিনিধি আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করিয়া নিজের অংশের রোগীদের আরোগ্য কামনা করুক। আমার দাবী হইল আমার অংশের রোগী অন্যান্যদের অংশের তুলনায় বেশী আরোগ্য লাভ করিবে। হুজুর আরো বলেন যে, হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এবং মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর বাণী অনুযায়ী আমি স্থির নিশ্চিত যে, আগামী ত্রিশ বৎসর পরে পৃথিবীতে এক ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলা সংঘটিত হইবে। এবং উক্ত ধ্বংসলীলা হইতে সেই ব্যক্তি মাত্র রক্ষা পাইবে, যাহার সম্পর্ক সত্যিকারভাবে আল্লাহ্‌র সহিত থাকিবে। এবং এই ধ্বংসলীলার পরে কি রাশিয়া, কি আমেরিকা দুনিয়ার সর্বত্র ইসলাম বিস্তার লাভ করিবে।

হুজুর উক্ত কনফারেন্সে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর জীবনী ও আহ্‌মদীয়া আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা বিষদ ভাবে আলোচনা করেন। এবং আহ্‌মদীয়া আন্দোলন পৃথিবীতে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেন।

হুজুরের বিভিন্ন বক্তৃতা, আটলান্টিক হোটেলে সাংবাদিক সাক্ষাৎকার, ঐ দিন সন্ধ্যায় টেলিভিশনে প্রচারিত হয়। টেলিভিশনের মাধ্যমে হুজুরকে দেখার ও তাঁহার বক্তৃতা শ্রবন করার সৌভাগ্য ৭০ লক্ষ লোকের হয়। টেলিভিশন ছাড়াও রেডিও ও সংবাদ পত্রের মাধ্যমে বহুল ভাবে হযরত সাহেবের সংবাদ ও ছবি প্রচারিত হয়। অতঃপর হুজুর যেখানেই গিয়াছেন সেইখানে তাঁহার ছবি দেখাইয়া সেখানকার লোক বলিয়াছে যে, তাহারা তাঁহাকে চাক্ষুস দেখার পুর্ব হইতেই চেনে। অনেক ছেলে মেয়ে তাঁহাকে দেখিয়া হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানাইয়াছে।

কোপেন হেগেনে হুজুর (আইঃ)

২শে জুলাই তারিখে হুজুর হামবুর্গ ত্যাগ করেন এবং ট্রেনযোগে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেন-হেগেনে পৌঁছেন।

আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহে ১৯৫৬ সনে এই সহরে আহ্‌মদীয়া জমাতের মিশন হাউস প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং কিছুকালের মধ্যে একটি মুখলেস জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়। ওকাকিলুত তাবসির (বহিরদেশে ইসলাম প্রচার দফতরের প্রধান) সাহেবজাদা মীর্যা মোবারক আহ্‌মদ সাহেব ১৯৬৬ সনে কোপেন-হেগেন মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। এবং দ্রুতগতিতে মসজিদ নির্মাণের কাজ আগাইয়া চলে। মসজিদ নির্মাণের ব্যয় ভার আহ্‌মদী মতবাদের মহিলারা বহন করেন। মসজিদ নির্মাণে ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়। উক্ত মসজিদের উদ্বোধনের উদ্দেশ্যেই হুজুরের ইউরোপ সফর।

২১শে জুলাই (শুক্রবার) তারিখে বেলা শোয়া একটার সময় হুজুর কোপেনহেগেনের মসজিদের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ইউরোপে কার্যরত আহমদীয়া মুসলীম মিশনারী, বহু সংখ্যক আহ্‌মদী ভ্রাতা, বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ও ডেনমার্কের বিশিষ্ট নাগরিক-বৃন্দ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর এক প্রেস-কন্‌ফারেন্সও অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কন্‌ফারেন্সে বিশ্বের প্রধান প্রধান পত্রিকার প্রতিনিধিরা উপস্থিত হইয়াছিলেন। টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ উক্ত মসজিদ উদ্বোধনের একটি রেকর্ড প্রস্তুত করেন এবং ঐ দিন সন্ধ্যায় উহা প্রদর্শিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর হুজুর ঐ মসজিদে জুমার নামায আদায় করেন। হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর পত্নী হযরত উম্মুল মোমেনিন (রাজিঃ)-এর পবিত্র নামানুসারে মসজিদটির নামকরণ হয় 'নুসরত জাহান মসজিদ'।

হুজুরের সহিত সাক্ষাৎ মানষে কোপেনহেগেনের একদল পাদ্রী এবং ওয়ারেনটিলিস্ট আহ্‌মদীয়া মিশন হাউসে আগমন করেন। উক্ত দলের নেতা বহুদিন পর্যন্ত

পাকিস্তানে খৃষ্টান মিশনারী হিসাবে কার্য করিয়াছেন। উল্লেখযোগ্য যে কোপেনহেগেনে হযরত সাহেবের আগমনে ও মসজিদের উদ্বোধনে খৃষ্টান মহলে সাড়া পড়িয়া যায়। হুজুর উক্ত দলের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন এবং তাঁহাদিগের নিকট সত্য-ধর্ম নির্ণয়ের নিমিত্ত মসীহ মাওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রদত্ত তিনটি চ্যালেঞ্জ উপস্থাপিত করেন এবং মোকাবেলার জন্য দাওয়াত দেন।

উক্ত আলোচনায় হুজুরের প্রভাব শ্রোতাদের উপর পড়িলে একজন পাদ্রী শ্রোতাদের মনোযোগ অন্যদিকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করে এবং কয়েকবার হুজুরের বক্তৃতার মধ্যে প্রশ্ন তুলিয়া আলোচনার মধ্যে বাধার সৃষ্টি করে। ফলে নও মুসলীম আব্দুস সালাম ম্যাটসন কিছুটা উত্তেজিত হন; কিন্তু হুজুর ম্যাটসন সাহেবকে ধৈর্যাবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়া আলোচনা জারি রাখেন। এই সাক্ষাৎকার দেড় ঘণ্টা কাল স্থায়ী হয়।

অপর পক্ষে একদল খ্রীষ্টান মহিলা হুজুরের পত্নী সৈয়দা মনসুরা বেগমের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং ইসলাম সম্পর্কে বিষদ জ্ঞান লাভ করেন এবং মুগ্ধ হন।

উল্লেখযোগ্য হুজুরের হস্তে পাকিস্তানের একজন বিখ্যাত পীরের পুত্র ও তাঁহার ড্যানিশ পত্নী আহ্‌মদীয়া জামাত ভুক্ত হন।

কোপেনহেগেনের লর্ড মেয়রের পক্ষ হইতে হুজুরের সম্মানে টাউন হলে অভ্যর্থনা সভার আয়োজন করা হয়। লর্ড মেয়র তাঁহার অভ্যর্থনা ভাষণ শেষে হুজুরকে এই অনুষ্ঠানের স্মরনার্থে উক্ত শহরের পতাকা প্রদান করেন; ইহা ছাড়াও তিনি স্বীয় দস্তখত সহ কোপেনহেগেনের একটি এলবাম হুজুরকে প্রদান করেন। প্রতিদানে হুজুর তাঁহাকে একটি কোরআন শরীফ প্রদান করিলে তিনি উহা অতি সম্মানের সহিত গ্রহণ করেন।

হুজুরের সহিত সাক্ষাতের জন্য বিভিন্ন পত্রিকার সাংবাদিকরা মিশন হাউসে আগমন করেন এবং বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর পাইয়া মুগ্ধ হন। উহাদের মধ্যে একজন হুজুরের প্রতি এত আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি সাংবাদিক সাক্ষাৎকারের পরেও মিশন হাউসে অবস্থান করেন। পরদিন আর একজন সাংবাদিক হুজুরের দর্শন লাভের জন্য মিশন হাউসে আগমন করেন এবং বলেন; "আমি তাঁহাকে পুনরায় দেখার জন্য আসিয়াছি এই জন্য যে, তাঁহার আপাদ-মস্তক আধ্যাত্মিকতায় নিমজ্জিত পাইতেছি।

কোপেনহেগেনের স্থানীয় আহ্‌মদীরা হুজুরের সোহবত হইতে ফয়েজ হাসিলের জন্য সকল সময় হুজুরেয় নিকটে অবস্থান করেন এবং হুজুরের খেদমতের জন্য সদা ব্যস্ত ছিলেন।

লণ্ডনে হুজুর (আইঃ)

২৭শে জুলাই হুজুর কোপেনহেগেন হইতে বিমানযোগে লণ্ডনে মঙ্গলমতে পৌঁছেন। কয়েক শত আহ্‌মদী লণ্ডন এয়ারপোর্টে উপস্থিত হইয়া হুজুরকে অভ্যর্থনা জানান। তাঁহাদের মধ্যে চৌধুরী স্যার মোহাম্মাদ জাফরুল্লাহ্ খাঁ সাহেব এবং বিশিষ্ট সাহাবী হযরত কুদরতুল্লাহ্ সানওয়ারী সাহেব উল্লেখযোগ্য। হুজুর উপস্থিত সকল আহ্‌মদী ভ্রাতাগণকে মোসাফার সৌভাগ্য দান করেন।

লণ্ডন শহরের লাজনা আমাউল্লাহ্ (মহিলা সংঘ) হুজুর এবং হুজুরের বেগম সাহেবাকে অভ্যর্থনা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য এয়ার পোর্টে উপস্থিত হন।

সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে বিশ্বশান্তির সম্ভাবনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি বলেন, শান্তির সম্ভাবনা সন্দেহপূর্ণ। হুজুর আরো বলেন, মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহার স্রষ্টার প্রতি মননিবেশ করিবে এবং তাঁহার সহিত সত্যিকার সম্বন্ধ স্থাপন না করিবে ততক্ষণ

পর্যন্ত দুনিয়া বিভিষিকা পূর্ণ ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে। হুজুর বিমান বন্দর হইতে বন্ধুবর্গসহ লণ্ডনের মিশন হাউসে গমন করেন। তিনি লণ্ডন অবস্থানকালে মিশন হাউসেই অবস্থান করেন।

লণ্ডন শহরে হুজুরের সম্মান র্থে আয়োজিত অভ্যর্থনা সভায় শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সহ ওয়াণ্ড র্স ওয়ার্থের মেয়রও উপস্থিত ছিলেন। সাউথ হল এলাকার আহ্‌মদী মসজিদ প্রাঙ্গনে এক ধর্মীয় সমাবেশে তিনি ইসলামের উপর এক সারগর্ভ ভাষণ দান করেন। উক্ত সভায় কয়েক শত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। পরদিন লণ্ডনের মিশন হাউসে তিনি একটি হলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। উল্লেখযোগ্য যে; এখানে আহ্‌মদীয়া জামাতের তরফ হইতে মসজিদে ফজল নামে একটি মসজিদ রহিয়াছে। ঐদিন লণ্ডনে জামাতে আহ্‌মদীয়া কর্তৃক আয়োজিত বার্ষিক সম্মেলনে তিনি আড়াই ঘণ্টা ব্যাপী ইসলামের সৌন্দর্য সম্পর্কে এক জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর সহস্রাধিক লোক উক্ত সম্মেলনে যোগদান করেন।

অতঃপর সেখানকার অন্যান্য এলাকা সফর করার পর স্কটল্যাণ্ডের উদ্দেশ্যে হুজুর লণ্ডন ত্যাগ করেন। গ্লাসগো আহ্‌মদীয়া মিশনের ইনচার্জ জনাব বশীরুদ্দীন অর্চাডের নেতৃত্বে হুজুরকে বিপুল সম্বর্ধনা জানান হয়। অতঃপর একটি অভ্যর্থনা সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় বহু সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। হুজুর ইসলামের সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করিয়া অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। আহ্‌মদীয়া জামাতের ইমাম সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দান করেন।

হুজুর বৃটেনে ১৫ দিন অবস্থান করিবেন এবং কেন্দ্রে ফিরিবার পথে সম্ভবত তুরস্ক হইয়া আসিবেন।

হুজুর সকল জামাতের বন্ধু-বর্গকে সালাম জানাইয়াছেন; তাঁহার লিল্লাহী সফরের সাফল্য লাভের জন্য এবং জামাতের উন্নতির জন্য দোয়া করিতে নির্দেশ দিয়াছেন।

[দৈনিক আল-ফজল হইতে]

★

হামবুর্গ হইতে হুজুরের দুইটি পত্র

হযরত সৈয়দা উম্মে মতিন মরিয়ম সিদ্দিকা প্রেসিডেন্ট, লাজনা আমাউল্লাহ্ (আহমদীয়া মহিলা সংঘ) এবং সৈয়দ দাউদ আহমদ, কায়েদ মোকাম উকিলে আলা তাহরিকে জাদিদ (বহিরদেশে ইসলাম প্রচারের প্রতিষ্ঠান)-এর নামে হুজুর দুইখানি পত্র পাঠাইয়াছেন যাহা ১৪ই জুলাই ১৯৬৭ইং তারিখে পাওয়া গিয়াছে নিম্নে উহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল।

হযরত সৈয়দা উম্মে মতিন সাহেবার নামে প্রেরিত পত্রের একাংশ

এখানে অত্যধিক কাজের ব্যস্ততা রহিয়াছে। আলহামদুলিল্লাহ্ ছুম্ম আলহামদ্ লিল্লাহ্। আল্লাহ্‌রই সমস্ত প্রশংসা, আল্লারই জন্য সমস্ত প্রশংসা যে, তিনি তাঁহার সমস্ত রহমত ও মহব্বত-ক্রমে বড়ই সাফল্যজনক উপায় উপাদান সৃষ্টি করিয়া

দিয়াছেন। শুধু হামবুর্গ অঞ্চলে টেলিভিশনের মাধ্যমে আনুমানিক ৬০।৭০ লক্ষ দর্শক আহ্‌মদীয়াৎ-এর সহিত পরিচিত হইয়াছেন। উহা ছাড়া সুইজারল্যাণ্ডেও তথাকার টেলিভিশনের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ লোক আহ্‌মদীয়াৎ সম্বন্ধে পরিচয় লাভ করিয়াছে। হামবুর্গ প্রদেশে শুধু চারিটি দৈনিক পত্রিকা রহিয়াছে। প্রতিটি সকালে প্রকাশিত হয়। আর একটি সন্ধ্যায়; তন্মধ্যে প্রত্যেকটি পত্রিকা দৃষ্টি আকর্ষণকারী বৃহতাকার ছবি সহ খবরাদি প্রকাশ করিয়াছে; তন্মধ্যে এই খবর ছিল যে, যদি তাহারা আপন জীবন্ত খোদার সহিত জীবন্ত সম্বন্ধ স্থাপন না করিবে তবে ধ্বংশ হইয়া যাইবে। ফলে পরবর্তী দিন বাজারে গেলে সারা বাজার কাজকর্ম ছাড়িয়া আমাদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

প্রেস কন্‌ফারেন্স প্রত্যেক জায়গায় সাফল্যজনকভাবে হইয়াছে। হল্যাণ্ডের আহ্‌মদীগণ আকাঙ্খা বোধ করিতেছিলেন যে, ইসরাইল সম্পর্কে যেন এমনভাবে প্রশ্ন উত্থিত না হয় যাহাতে ক্ষতি হয়, কেননা ইসলাম-বিরোধিতা পুরাদমে রহিয়াছে। আল্লাহ্‌তায়ালা প্রভাব বিস্তার করিলেন যে, তাহাদের এই প্রকারের প্রশ্ন করিবার সুযোগ ঘটিল না। হামবুর্গে প্রেস কন্‌ফারেন্স প্রায় দেড় ঘণ্টাস্থায়ী হইয়াছিল, ২০ রকমের প্রশ্ন করা হইয়াছিল, যাহাদের সন্তোষজনক উত্তর আল্লাহ্‌তায়ালা দেওয়াইয়াছেন। ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ হৃদয়ঙ্গম করা তাহাদের পক্ষে কঠিন—বেশ সহজ নহে। একটি পত্রিকা ইহার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছে। তাহারা এই ব্যাপারে এত উৎসাহ দেখাইয়াছে যে, যাহারা দেখিয়াছে তাহারা স্তম্ভিত হইয়াছে। খোদার এক বান্দা তাহার প্রশংসায় বিভোর—আলহামদু লিল্লাহ্‌।

হযরত সৈয়দ আহমদ দাউদ সাহেবের নামে

প্রেরিত পত্রের একাংশ

শুধু হামবুর্গ অঞ্চলে প্রায় ৬০ঃ৭০ লক্ষ মানুষ টেলিভিশনের মাধ্যমে আহ্‌মদীয়াতের সহিত পরিচিত হইয়াছেন। ইহা বড়ই বরকত পূর্ণ; আলহামদু লিল্লাহ্‌। শুধু চারিটি পত্রিকা এই ক্ষুদ্র প্রদেশ হইতে প্রকাশিত হয়। টেলিভিশনের আওতা কয়েকটি প্রদেশব্যাপী। পত্রিকাগুলির মধ্যে The weet নামের পত্রিকাটি সমগ্র পূর্ব-জার্মানীর শীর্ষস্থানীয় পত্রিকা। উক্ত পত্রিকা বড় ছবিসহ নোট দিয়াছে; ফলে বালক-বালিকা চেনা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। বাহিরে গেলে সকলের দৃষ্টি আমাদের উপর নিবদ্ধ হইয়া যায়। সকলেই কাজ ভুলিয়া যায়, দোকান্দারগণ পত্রিকা খুলিয়া সম্মুখে রাখিয়া দেয় অথবা মৌখিকভাবে প্রকাশ করে যে, তাহারা আমাদিগকে জানে। সবকিছু অত্যন্ত আনন্দ ও ভদ্রতার ভিতর দিয়া হয়। কোথাও কোন অসভ্য আচরণ পরিলক্ষিত হয় নাই। প্রত্যেক প্রেস কন্‌ফারেন্সে সাংবাদিক প্রতিনিধিদের উপর শিশু সন্তানের ন্যায় প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সমস্ত ওয়ারনিং দেওয়া হইয়া গিয়াছে এবং উহার প্রচারও হইয়া গিয়াছে। একমাসে হুজ্জত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু পাশ্চাত্যের অন্ধকারে এই সমস্ত বিষয়গুলি হৃদয়ঙ্গম করা এই জাতিগুলির জন্য সহজ নয়, আল্লাহ্‌তায়ালা রহম করুন। অত্যধিক কর্ম ব্যস্ততার মধ্যেও দৈহিক ও মানসিক ক্লান্তি মোটেই বোধ করি না। হৃদয় আল্লাহ্‌র প্রশংসায় ভরপুর রহিয়াছে এবং জামাতের ভ্রাতাগণের দোওয়ার প্রয়োজনীয়তার জন্য সজ্ঞান সহানুভূতি রহিয়াছে।

وعليه التوكل ولله الحمد

আল্লাহ্‌র উপরেই সকল ভরসা; তাঁহারই জন্য সমস্ত প্রশংসা।

সকলকে সালাম, জমাতের সকল ভ্রাতাগণকে অন্তরের অন্তস্থল হইতে বহির্গত সালাম পৌঁছাইয়া দেন দোওয়ার নিবেদন সহকারে।

অনুবাদক—আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ

আজাদে প্রকাশিত একটি ফিচার

ইউরোপের মহিলারা একটি মসজিদ তৈরী করলেন

নৈতিকতা বিবর্জিত পন্থায় সমাজ জীবন যাপনের ধূম যখন পড়ে গেছে বিশ্বের দিকে দিকে—কালচরের নাম নিয়ে সোসাইটির দোহাই দিয়ে বহু কীর্তিকাণ্ড যখন ঘটছে ঠিক সে সময়ে খ্রীষ্টান ইউরোপীয় বিশ্বে ইসলামের শান্তির বাণী পৌঁছিয়ে দেবার কাজ তরান্বিত করার উদ্দেশ্যে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে একটি মসজিদ নির্মাণের জন্য একদল মহিলা নিজেদের সামান্য সঞ্চয় আর সখের অলঙ্কারগুলো উৎসর্গ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেননি; বরং এ দান করতে পেরে অনাবিল আনন্দ লাভ করেছেন— এধরণের ঘটনায় চমকিত হতে হয় বৈকি। কিন্তু আশ্চর্য হলেও এ ঘটনা সত্য এবং সম্পূর্ণ সত্য।

ইউরোপীয় বিশ্বে ইসলাম প্রচারের অঙ্গ হিসাবে ডেনমার্কের কোপেন হেগেনে একটি মসজিদ স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলো। বড় ধরণের একটা মসজিদ থাকলে ইসলাম প্রচার যে কত দূর তরান্বিত হয় তা একমাত্র অভিজ্ঞরাই বুঝতে পারেন। পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন আহমদীয়া সম্প্রদায়ের বিদেশে ইসলাম প্রচার দফতর—তাহরীকে জাদীদ।

জামাতের ইমাম তাহরীকে জাদীদের মাধ্যমে আহ্বান জানালেন জামাতকে "এস এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করো।"

বিশ্বের যেখানে যেখানে জামাতের শাখা রয়েছে সব কয়টি শাখাই চঞ্চল হয়ে উঠলো। আলাপ আলোচনা চলছিলো আনসারুল্লাহ্ (প্রবীন সংঘ) খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া (আহ্‌মদীয়া যুবক সংঘ) স্তরে। কিন্তু তাঁরা একটা কিছু স্থির করার পূর্বেই লাজনা আমাউল্লাহ্ (আহ্‌মদীয়া মহিলা সংঘ) ঘোষণা করলেন এ মসজিদের সম্পূর্ণ খরচ আমরা বহন করবো।"

একটা মহান কাজের প্রতিযোগিতায় অন্য কয়টি শাখা হেরে গেলেন বটে তবে সন্তুষ্ট হলেন সবাই— আধুনিকতার এ যুগেও নৈতিকতার একটি আদর্শকে সামনে পেয়ে—আর বড় কথা হলো এ আদর্শ—এ কোরবাণী পেশ করলেন মহিলা সংঘ।

কিশোরী থেকে বৃদ্ধা পর্যন্ত সকল আহ্‌মদীয়া মহিলাগণ সখের অলঙ্কার খুলে দিলেন হাসি মুখে। তবে সুখের বিষয় এই যে, আহ্‌মদীয়া জামাতের পাকিস্তানী মহিলারা এতে দান করলেন প্রায় তিন চতুর্থাংশ।

বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত অর্থে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে একটি সুদৃশ্য স্থানে ইমারত গড়ে উঠতে লাগলো। এটা ইউরোপে আহমদীয়া জামাতের ষষ্ঠ মসজিদ। আর এটা আহমদীয়া মহিলাদের উদ্যোগে ইউরোপে স্থাপিত ৩য় মসজিদ। মজার ব্যাপার হলো ইসলাম প্রচারের কাজে আহমদীয়া মহিলারা সাম্যতা কায়েমের পক্ষপাতি; তাঁরাও ঠিক ঠিক পুরুষদের সাথে তাল রেখে উত্তম কাজের প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছেন কৃতিত্বের সাথে। [দৈনিক আজাদ, ১৬ই শ্রাবণ ১৩৭৪]

★

খ্রীষ্টান এবং অন্যান্য জাতির নিকট ইসলাম প্রচার করিতে হইলে পাঠ করুন ঃ

১।	বাইবেলে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)	লিখক—আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী
২।	বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার	" "
৩।	ওফাতে ইসা ইবনে মরিয়াম	" "
৪।	বিশ্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ	" "
৫।	হোশান্না	" "
৬।	ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাব	" "
৭।	দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ	" "
৮।	খত্‌মে নবুওত ও বুজুর্গানের অভিমত	" "
৯।	বিভিন্ন ধর্মে শেষ যুগের প্রতিশ্রুত পুরুষ	" "
১০।	বাইবেলের শিক্ষা বনাম খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস	" "

প্রাপ্তিস্থান

এ. টি. চৌধুরী

কাছ্‌রে ছলীব পাবলিকেশন্স

২০, ষ্টেশন রোড, ময়মনসিংহ

উপযুক্ত ডাক টিকিট পাঠান

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1

Phone No. 83635

Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.